রাঁচি, শুক্রবার

14:04:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>182 >>30 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৮২ >><< ৩০ শে, চৈত্র ১৪২৯>>

প্রিন্স হ্যারি ৬ মে পিতার অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন

লন্ডন ঃ বুধবার বাকিংহাম প্যালেস জানিয়েছে, প্রিন্স হ্যারি আগামী ৬ মে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে তার বাবা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এর ফলে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে কয়েক মাসের জল্পনাকল্পনার অবসান হলো। হ্যারির স্ত্রী ডাচেস অব সাসেক্স মেগান এ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না। রাজপ্রাসাদ সূত্রে জানা গেছে, এ সময়ে তিনি তাদের ২ সন্তান প্রিন্স আর্চি ও প্রিন্সেস লিলিবেটকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকবেন। নতুন রাজার অভিষেকের দিনের সঙ্গে হ্যারি-মেগান দম্পতির বড় ছেলের জন্মদিন মিলে গেছে। বিক্রয় তালিকার শীর্ষে থাকা হ্যারির বই স্পেয়ার এ পারিবারিক গোপন তথ্য প্রকাশের সিদ্ধান্তের কারণে হাউজ অব উইন্ডসরের অভ্যন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তা সত্ত্বেও হ্যারি এ অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন। প্রকাশিত গোপন তথ্যের মাঝে রয়েছে হ্যারির সঙ্গে তার পিতা ও বড় ভাই প্রিন্স উইলিয়ামের ব্যক্তিগত আলাপের বিস্তারিত। আজ বুধবার বাকিংহাম প্যালেস জানিয়েছে, প্রিন্স হ্যারি আগামী ৬ মে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে তার বাবা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এর ফলে এসব তথ্য প্রকাশে হ্যারি ও তার পরিবারের মাঝে সম্পর্কে টানাপড়েন দেখা দেয়। তিনি ও তার স্ত্রী ২০২০ সালে থাকার জন্য উত্তর আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর এসব বিষয় জনসম্মুখে আসে।

বাজার দর

SENSEX : 60431.00 +35.23
NIFTY : 17828.00 +15.60

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 18.09 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05.29 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আফগান নারীদের জাতিসংঘে কাজ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে অভিহিত করেছে তালিবান

কাবুল ঃ আফগানিস্তানের তালিবান শাসকগোষ্ঠী ১২ এপ্রিল বলেছে, আফগান নারীদের জাতিসংঘের জন্য আফগানিস্তানে চাকরি করা নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা সকল পক্ষের সম্মান জানানো উচিত। আফগানিস্তানের মৌলবাদী কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘে আফগান নারীদের কাজ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার ১ সপ্তাহ পর এ বিষয়ে তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাল। কাবুলে অবস্থিত জাতিসংঘের মিশন কার্যালয় এই বেআইনি বিধিনিষেধের প্রতি নতুন করে নিন্দা জানানোর এক দিন পর এল এই প্রতিক্রিয়া। নিন্দার পাশাপাশি এ ঘটনায় বৈশ্বিক সংস্থাটি আফগানিস্তানে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে। তালিবানের প্রধান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ বুধবার দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, ইসলামিক আমিরাত জাতিসংঘের কার্যক্রমে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায় না। .মুজাহিদ জানান, বরং, তারা সবার কাছে যে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চান, তা হলো, এটা আফগানিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা কারও জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না এবং সকল পক্ষের উচিত এর প্রতি সম্মান জানানো। .জাতিসংঘের উপমহাসচিব জেনারেল আমিনা মোহাম্মদ বুধবার এক টুইটার বার্তায় জানান, আফগানিস্তানে নারী অধিকার আদায়ের বিষয়টিতে হাল ছেড়ে দেওয়া কোনো বিকল্প নয়। জাতিসংঘের মিশন তাদের বিবৃতিতে উল্লেখ করে, মিশন প্রধান রোজা অতুনবায়েভা আফগানিস্তানে জাতিসংঘের কার্যক্রমের নিরীক্ষা প্রক্রিয়া চালু করেছেন, যা ৫ মে পর্যন্ত চলবে। এ সময়টায় সকল কর্মীর কাজ থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। জাতিসংঘ মঙ্গলবার বলেছে, তারা আফগান নারী কর্মীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি মেনে নিতে পারছে না, কারণ এটা সংস্থাটির সনদ ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের মোট ৪ হাজার কর্মীর মাঝে ৩ হাজার ৩০০ জন আফগান নাগরিক। তাদের মধ্যে প্রায় ৪০০ জন আফগান নারী ও ২০০ জন অন্য দেশের নারী। সাহায্য কর্মীরা আশংকা করছেন, নারী সাহায্য কর্মীদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপে জাতিসংঘের কাছে তাদের সংকটের বিষয়টি গুরুত্ব হারাবে এবং এমনকি, অনেক দাতা দেশ ও সংস্থাও আফগানিস্তানের মানবিক সহায়তা কর্মসূচিগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। ২০২১ সালের অগাস্টে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই নারীদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে যাচ্ছে তালিবান শাসক গোষ্ঠী, যার সর্বশেষ উদাহরণ জাতিসংঘের নারী কর্মীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা। তারা নারীদের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ, সরকারি চাকরি করা এবং জনসম্মুখে আসার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এমনকি, আফগান মেয়েরা ষষ্ঠ পর আর স্কুলেও যেতে পারছে না।

কর্ণাটকে বিজেপি, রাজস্থানে কংগ্রেসে বিদ্রোহ

নয়া দিল্লি ঃ দলীয় বিদ্রোহে জেরবার কংগ্রেস ও বিজেপি। কংগ্রেস রাজস্থানে এবং বিজেপি কর্ণাটকে। কর্ণাটকে বিজেপির অন্দরের বিদ্রোহ আসন্ন বিধানসভাকে নির্বাচনকে ঘিরে। বিজেপি ইতিমধ্যে দুইটি প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে। দুইবারই তালিকা প্রকাশের পর প্রচুর বিজেপি নেতাকর্মী দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টার, সাবেক উপ মুখ্যমন্ত্রী ঈশ্বরাপ্পা ও লক্ষ্মণ সেবাড়ি, মৎসমন্ত্রী আঙ্গারা, উডিপির তিনবারের বিধায়ক রঘুপতি ভাট ভয়ংকর ক্ষুব্ধ। ঈস্বরাপ্পা ও অঙ্গারি তো রাজনীতি থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন। শেট্টার ও ভাট বারবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছেন। প্রার্থী হতে না পারলে তারাও চরম ব্যবস্থার কথা ঘেষাণা করতে পারেন। দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর সভাপতি এন ভি রমেশকে প্রার্থী না করায় এক হাজার দুইশ জন বিজেপি কর্মী দলের প্রাথমিক সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছেন। রঘুপতি ভাট বলেছেন, ''আমাদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা উচিত নয়। আমাকে মিডিয়ার কাছ থেকে জানতে হচ্ছে, আমায় প্রার্থী করা হবে না। অন্ততপক্ষে জেলা সভাপতি তো বলতে পারতেন। প্রার্থী না করায় আমি ক্ষুব্ধ নই, এরকম ব্যবহার পেয়ে ক্ষুব্ধ।''
শেট্টার ও আঙ্গারাও বলেছেন, তাদের মাসকয়েক আগে জানিয়ে দেয়া যেত, দল আর তাদের প্রার্থী করতে চায় না। সেটা অনেক বেশি সম্মানজনক হত। শেট্টার বলেছেন, ''''আমি নির্বাচনকেন্দ্রের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা আমায় লড়তে বলেছেন। আমি তো লড়ব। দ্বিতীয় তালিকায় সাতজন বিধায়কের টিকিট কাটা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বিজেপি ছেড়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। দুইজন তাদের কেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।
এই বিদ্রোহ থামাবার জন্য বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব এখন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পার দ্বারস্থ হয়েছে। এই প্রবীণ লিঙ্গায়েত নেতার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন জে পি নাড্ডা। সূত্র জানাচ্ছে, সেখানেই তাঁকে বিদ্রোহ থামাবার দায়িত্ব দেয়া হয়।

ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর জগদীশ শেট্টারকে প্রার্থী করার বিষয়ে তিনি ৯৯ ভাগ নিশ্চিত বলে জানিয়েছেন।
রাজস্থানে বিদ্রোহ করেছেন শচিন পাইলট। রাজস্থানে বিদ্রোহ করেছেন শচিন পাইলট।
রাজস্থানে ভোটের আগে কংগ্রেসে ডামাডোল শুরু হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের বিরুদ্ধে অনশন পর্যন্ত করেছেন সাবেক উপ মুখ্যমন্ত্রী শচিন পাইলট। তার দাবি, গেহলটঘনিষ্ঠ বেশ কিছু নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। দলের তরফ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়, শচিন পাইলটের অনশন সমর্থন করা হচ্ছে না। প্রকাশ্যে এই সব কথা না বলে শচিনের উচিত ছিল, দলের কাছে বলা।
বৃস্পতিবার এই বিরোধ মেটানোর জন্য বৈঠক ডেকেছেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সেখানে শচিনও থাকতে পারেন। তার আগে রাজস্থানের দায়িত্বে থাকা দলের নেতা সুখজিন্দর রণধাওয়া দুই দফায় শচিনের সঙ্গে কথা বলেছেন। আবার বলতে পারেন।

রাশিয়ার বিশেষ ধনী গোষ্ঠীর আর্থিক নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নিষেধাজ্ঞা

মাস্কো ঃ বুধবার যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন রাশিয়ার বিশেষ ধনী ক্ষমতাশালী আলিশার উসমানভ এবং রোমান আব্রামোভিচকে লক্ষ্য করে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র মস্কোর এই দুজন ধনী ব্যবসায়ীর আর্থিক নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে আরোপ করা হয়েছে। গত বছর ইউক্রেনে ক্রেমলিনের আগ্রাসনের পর থেকেই উসমানভ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছেন। আব্রামোভিচ ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে রাশিয়ার তেল এবং অ্যালুমিনিয়ামের শিল্পে ভাগ্য গড়েছিলেন। গত বছর তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়ার পরে তিনি চেলসি ফুটবল ক্লাব বিক্রি করতে বাধ্য হন।
যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র এবং অর্থ বিভাগ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের সাথে যুক্ত ২০টির বেশি দেশ এবং অঞ্চল জুড়ে ১২০টি সংস্থা এবং ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা করেছে। ব্রিটেন ১৪ ব্যক্তি এবং সত্তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
অর্থ বিভাগ হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকেরও দৃষ্টান্ত তুলে ধরে । ব্যাংকের তিনজন বর্তমান বা প্রাক্তন নির্বাহী রুশ নাগরিক নিকোলে নিকোলায়েভিচ কসোভ এবং জর্জি নুগজারোভিচ পোটাপভ এবং সেইসাথে হাঙ্গেরির নাগরিক ইমরে লাজলোকজকির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন উল্লেখ করেন, নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলো অল রাশিয়ান চিলড্রেন্স এন্ড ইয়ুথ মিলিটারি আর্মি এবং ক্রাইমিয়া প্যাট্রিয়ট সেন্টার রিপাবলিকের অতিরিক্ত শিক্ষার রাজ্য বাজেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কার্যকর হবে।

বন্দী সেনাকে শিরোশ্ছেদের অভিযোগের নিন্দা করেছেন ইউক্রেনীয় নেতারা

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেনের এক সেনার শিরোশ্ছেদের ভিডিও দেখার পর দেশটির নেতারা বুধবার রাশিয়ার নিন্দা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, একজন ইউনিফর্ম পরা ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির শিরোশ্ছেদ করছেন, যার পোশাকে ইউক্রেনীয় সেনাদের ব্যবহৃত একটি চিহ্ন রয়েছে। সংবাদ সংস্থাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। বুধবার প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেন, এমন একটি বিষয় রয়েছে যা পৃথিবীর কেউ অবজ্ঞা করতে পারবেন না ঃ (তা হলো) কত সহজে এই পশুরা (অন্যদের) হত্যা করে। জেলেন্সকি দাবি করেন, ভিডিওতে একজন ইউক্রেনীয় বন্দীকে হত্যা করার ঘটনা দেখানো হয়েছে এবং সবার (এ ব্যাপারে) প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দ্যমিত্রি পেসকভ বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, ভিডিওটি ভয়াবহ এবং এর সত্যতা যাচাই করা দরকার। ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্যমিত্র কুলেবা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব আবারও রাশিয়ার কাছে আসার বিষয়টি নিয়ে নতুন করে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়াকে ইউক্রেন ও জাতিসংঘ থেকে লাথি দিয়ে বের করে দেওয়া এবং তাদের অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করা উচিত। জেলেন্সকি মঙ্গলবারের রাত্রিকালীন বক্তব্যে যুদ্ধের এ পর্যায়ে এসে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হতে বা গা ঢিলে না দিতে ইউক্রেনের জনগণ ও মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা ইউক্রেনের জনগণকে রক্ষা করতে আমাদের অংশীদার এবং সমগ্র ইউরোপের সঙ্গে মিলে অনেক কিছু করতে এবং মানুষকে সুরক্ষা দিতে পেরেছি। কিন্তু তার মানে এই না যে, এখন আমাদের ঘাসের ওপর শুয়ে থাকার সময়ে এসেছে। সামনে আমাদের আরও যাত্রাপথ, আমাদের আরও কার্যক্রম রয়েছে। এটা এমন কিছু, যার জন্য আগের চেয়ে কম নয় বরং বেশি সংহতি ও মনোযোগ প্রয়োজন।

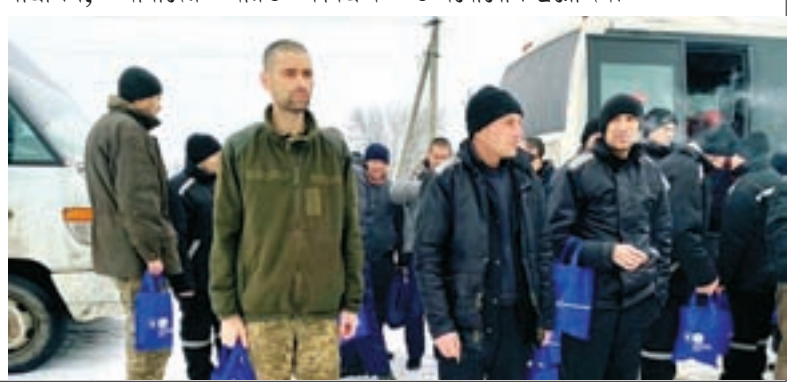

উদ্বোধন

প্রত্যেক বিহু নর্তকী, ঢোলবাদক, মাস্টার ট্রেনারকে ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য

৮৫০০ কোটি টাকা নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৪০০০ কোটির অধিক টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আগামী ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি অসমে উপস্থিত হয়ে প্রায় ৮৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে ক্ষেত্রে কিছুটা সংশোধন রয়েছে। ৮৫০০ কোটি নয় বরং সেটা হবে ১৪ হাজারের অধিক কোটি টাকা। এক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকাকে সংযোজন করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিহু নৃত্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকা প্রত্যেক বিহু নর্তকী, ঢোলবাদক, মাস্টার ট্রেনারকে ২৫ হাজার টাকার এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।
পূর্বে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ এপ্রিল ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের বিহু নৃত্য গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করলে সেটার সার্টিফিকেট ১৫ এপ্রিল দেওয়া হবে। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সামনে সেই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া যাবে না। এর জন্য গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে আয়োজিত ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের বিহু নৃত্য এবার ১৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত করা হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ১৩ এপ্রিল এই বিহু নৃত্য গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হলে সেটার সার্টিফিকেট প্রধানমন্ত্রী সামনে অর্থাৎ আগামী ১৪ এপ্রিল তুলে দেওয়া হবে। ফলে ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত এক ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি বাসীকে সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ১৩ এপ্রিল সরুসজাই স্টেডিয়ামে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো পাস অর্থাৎ অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হবে না। এদিন নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা থাকবে না। ফলে মহানগরবাসীকে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের এই সুবর্ণ দিনটিতে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ে বুধবার সন্ধ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেবিনেট বৈঠকের পর নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর অসম সফরে বহু প্রকল্পের উদ্বোধন কিংবা ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনের কার্যসূচি রয়েছে। এরমধ্যে এইমস হাসপাতাল, রাজ্যের তিনটি নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল, নামরূপের মিথানেল প্রকল্পের উদ্বোধন ছাড়াও ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে পলাশবাড়ি শুয়ালকুচি সংযোগী নতুন সেতু, শিবসাগরের রংঘরের সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, একটি নতুন চিকিৎসা কারিগরি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা রয়েছে। তবে এবার এক্ষেত্রে সংযোজিত হচ্ছে উত্তরপূর্ব রেলের প্রায় সাত হাজার কোটি টাকার অধিক বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি আগামী ১৪ এপ্রিল উত্তরপূর্ব রেলের অধীনে অসমের নানা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বলে জানালেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন উত্তরপূর্ব রেলের অধীনে মূলত ডিগারু থেকে লামডিং পর্যন্ত দৈত্ব রেল লাইন এর ১৮২৭ কোটি টাকার প্রকল্প, গৌরীপুর থেকে অভয়াপুরী পর্যন্ত ১২৬৭ কোটি টাকার নতুন রেল লাইন প্রকল্প, নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে ধূপধরা পর্যন্ত ১০২ কিলোমিটারের দুই হাজার কোটি টাকার দৈত্ব রেললাইন প্রকল্প, জলপাইগুড়ি থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত ৮০০ কোটি টাকার ৮৬২ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক রেলপথের প্রকল্প, শিলঘাট টাউন থেকে মৈরাবাড়ি পর্যন্ত ১৩১ কিলোমিটারের রেল পথের ১৩১ কোটি টাকার প্রকল্প রয়েছে। তিনি বলেন রেলের প্রকল্পগুলি সঙ্গে অন্যান্য প্রকল্প গুলি মিলে মোট ১৪ হাজারের অধিক কোটির কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন কিংবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে এদিনের কেবিনেট বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক বিহু নর্তকী, ঢোলবাদক, মাস্টার ট্রেনারকে ২৫ হাজার টাকার এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বর্তমান ৪০০ জন যুবতী বিহু নৃত্যের ক্ষেত্রে রিজার্ভ হিসেবে রয়েছেন। পঁচিশ হাজার টাকা করে তাদেরও দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগামী ১৩ এপ্রিল মোট দুটি গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হবে। একটি হবে বিহু নৃত্যের ক্ষেত্রে এবং অপরটি ঢোল বাজনার ক্ষেত্রে হবে। তাছাড়া ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদককে এনএসডিসির তরফে একটি করে স্কিল সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। গিনিস বুকে অসমের ঐতিহ্য বিহু নৃত্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তিনি স্বয়ং স্বাক্ষর করে একটি করে ধন্যবাদ পত্র প্রত্যেকের হাতে তুলে দেবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন আগামী বছর থেকে রাজ্য সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে সাত বিহু পালন করা হবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা, শহর এবং গ্রামে সাত বিহু উদযাপন করবে অসম সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদককের মাধ্যমে এই বিহু আয়োজনে ক্ষেত্রে অর্থ অপচয় হচ্ছে বলে একাংশ অভিযোগ উত্থাপন করছেন। কিন্তু এর মাধ্যমে পর্যটনের ক্ষেত্রে অসম যে কতদূর এগিয়ে যাবে সেটা কল্পনাও করা যায় না। নাগাল্যান্ডের হর্নবিল উৎসবের ক্ষেত্রে যেভাবে পর্যটকরা উপচে পড়েন ঠিক একইভাবে অসমের বিহুর ক্ষেত্রেও পর্যটকের আগমন বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই অনুষ্ঠান আয়োজনের ফলে যে ভাইব্রেশন হবে সেটাতে বহু পর্যটক রাজ্যে টেনে আনবে। ফলে এই অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক আর্থিক এবং পর্যটক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগামী ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অসমের গামছার জিআই ট্যাগের সার্টিফিকেট সরকার হাতে তুলে দেওয়া হবে।
অন্যদিকে অসমের বিহুকে কেন্দ্র করে একাংশের অপমানজনক মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আসু, যুব ছাত্র পরিষদ কিংবা আলফা স্বাধীন কোনো সংগঠন বিহুর এই আয়োজনের সমালোচনা করেনি। গুয়াহাটি মহানগরের একাংশ পর্টাল এক্ষেত্রে নেতিবাচক বাতাবরণ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করছে। এই ব্যক্তি গুলোকে ফ্রাস্টেটেড অর্থাৎ হতাশাগ্রস্থ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসমের সংবাদমাধ্যম মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এর ফলে নির্বাচনের ফলাফল কিংবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে বারংবার ভুল প্রমাণিত হচ্ছে অসমের সংবাদমাধ্যম। এক্ষেত্রে মিডিয়া ফেলোশিপের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়োজনীতা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই সংক্রান্তে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার নজির রয়েছে। মূলত হতাশায় ভোগা এই ব্যক্তিরা অসমের ঐতিহ্য বিহুর বিরুদ্ধে সরব হয়ে রয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। এদিকে এনআরসি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত প্রতীক হাজেলা ভিআরএস নিতে চলেছেন বলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই ব্যক্তি বর্তমান রাজ্য সরকারের ব্যবহারের অনুপযুক্ত। কারণ ইতিমধ্যে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক ছয়নয় এর বদনাম রয়েছে। ফলে এই ব্যক্তিকে যে কোন বিভাগে দায়িত্ব দিলেই সেক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন হবে। ফলে এই ধরনের ব্যক্তি যদি ভিআরএস নিয়ে নেন তাহলে সেটা অসমীয়া জাতির বিজয় বলে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে অভিজিৎ শর্মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন প্রতীক হাজেলার দুর্নীতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে ইকোনমিক এবং ভিজিলেন্সে এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। ফলে তদন্ত স্বার্থে পুলিশ ডাকলে তাকে আসতে হবেই বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য সাংবাদিক সম্মেলনের পর মুখ্যমন্ত্রী সরুসজাই স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকের বিহু নৃত্যের মহড়া প্রত্যক্ষ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রী, ডিজিপি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

জলকারে জেলেদের মারধর করা হচ্ছে, পুলিশ, ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন জেলেরা

মালদা ঃ গঙ্গায় মাছ ধরলেই দিতে হবে তোলা। যেখানে রাজ্য সরকার নির্দেশ গঙ্গায় মাছ ধরতে গেলে কোনরকম তোলা দিতে হবে না। সরকার ও জেলা প্রশাসনের নির্দেশ কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মৎস্য সমবায়ের সমিতির নামে জলকর মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে নিচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। এই জলকর দিতে অস্বীকার করলে মৎস্যজীবীদের অসভ্য ভাষায় গালাগালি ও মারধর করার অভিযোগ উঠেছে অসাধু ব্যবসায়ীদের নামে। এই বিষয়ে মৎস্যজীবীরা জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন ব্লক প্রশাসনকে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছে। মৎস্যজীবীরা জানাচ্ছে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া ও মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বিষয়টি জানানো হলে তারা নির্দেশ দিয়েছে গঙ্গায় মাছ ধরতে গেলে জলকর লাগে না এই বিষয়ে এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিংও করা হয়েছে তারপরেও মৎস্য সমবায় সমিতির সদস্যরা অন্যায় ভাবে জল কর মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে আদায় করছে। যদিও মৎস্য সমবায় সমিতির সদস্যরা জানাচ্ছেন সরকারি নির্দেশে সম্পূর্ণভাবে বৈধভাবে গঙ্গা থেকে মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে জল কর আদায় নেওয়া হচ্ছে যদিও এই ঘটনায় বিরোধীরা শাসক দলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এখন প্রশ্ন জলকর তোলার বিষয়ের দায়ী কার ।কে সত্য। মৎস্যজীবীদের অভিযোগ জলকরের নাম করে বাজারে কুড়ি শতাংশ তোলা দিতে হচ্ছে মৎস্যজায় সমিতিকে। মৎস্যজায় সমিতির সদস্যরা জানাচ্ছি ২০২০ সালে জেলার ডিএলআরও দপ্তর থেকে জলগড়ের বিষয়ে টেন্ডার শুরু হয় সেই টেন্ডারের তারা অংশগ্রহণ করে এবং দপ্তর ২০২০ সাল থেকে ২১০৭ সাল পর্যন্ত টানা ৭ বছর জল কর বিষয়ে অনুমতি পায়। এর জন্য প্রতিবছর খাজনা হিসেবে সরকারকে ১১ লাখ ৫৫ হাজার ৯৯৯ টাকা খাজ না দিতে হয়।। তারপরেও সরকার জলকড়ের বিষয়ে কেন বেআইনি বলছে। এই বিষয়ে সরকার যদি কোন হা না করে তাহলে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট ও যাব। এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান গঙ্গা নদী থেকে জলকর নেওয়া মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে যাবে না। গঙ্গা কোন জলকর লাগে না। সবাই সমিতি থেকে এই বিষয়ে তাদেরকে কেউ অভিযোগ জানায়নি তবুও এই বিষয়ে মন্ত্রী ডিএলআরও দপ্তরের এ ডি এম কে এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখার বিষয় জানাবে।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ফালাকাটা উত্তর মন্ডলের ৯ম বার্ষিক সার্কেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আলিপুরদুয়ার ঃ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ফালাকাটা উত্তর মন্ডলের ৯ম বার্ষিক সার্কেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। এদিন সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সূচনা করা হয়। ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন ছিলেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতির সন্ধ্যা বিশ্বাস সহ অনেকেই। এদিনের ওই সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানা যায়।

বন্ধ রায়পুর চা বাগানে ৪-৫ বার আবেদন করেও সরকারি প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না

জলপাইগুড়ি ঃ ৪-৫ বার করে কাগজ জমা দেওয়ার পরেও দুয়ারে সরকার প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছেন না চাবাগানের মানুষ। চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ করলেন খোদ তৃণমূল নেতা। রবিবার বেশ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় জলপাইগুড়ির বন্ধ রায়পুর চাবাগানে।

সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্থানীয় পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রধান হেমব্রম অভিযোগ করে বলেন, দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সঠিকভাবে মানুষের কাজ হচ্ছে কোথায়? বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ, মুন্ডা, খেরিয়া, ওরাওঁ, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ সকলেই তো তপশিলি উপজাতির মানুষ। তা সত্ত্বেও এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন গ্রামবাসীরা। ৪-৫ বার করে কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরেও জমির পাট্টা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এসটি সার্টিফিকেট সঠিকভাবে না মেলায় ক্ষিপ্ত হচ্ছেন চাবাগানের মানুষ। বাগানের শ্রমিকরা তো এখন দুয়ারে সরকার ক্যাম্প করতে দিতেই নারাজ হচ্ছেন। এমনই অভিযোগ করলেন পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রধান হেমব্রম।

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ আমরা সবাই নতুন দিশা এই সংস্থা এবং ASGI হসপিটালের সহাযোগিতায় আজ শিলিগুড়ির পাতিকলোনি স্পোর্টিং ক্লাবে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে সংস্থার সদস্য সহ উপস্থিত ছিলেন ASGI হসপিটালের কর্মকর্তারা। প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ জনের জন্য এখানে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করানোর উদ্যোগ নিয়েছে তারা। চক্ষু পরীক্ষা পাশাপাশি সকলকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। তারা জানায়, এখানে যারা চক্ষু পরীক্ষা করাতে আসছেন এবং যাদের চোখের সমস্যা দেখা যাচ্ছে তাদের একটি করে কার্ড দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে তারা ASGI হসপিটালে সেই কার্ড নিয়ে গেলে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো হবে। আজকের কর্মসূচির সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে বলে জানান তারা।

উত্তরকন্যা অভিযান সফল করতে নকশালবাড়িতে ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদিকার মীনাক্ষী মুখার্জি বৈঠক করলেন

শিলিগুড়ি ঃ আগামী ১৩ই এপ্রিল উত্তরকন্যা অভিযানকে সামনে রেখে নকশালবাড়ির দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক করলেন ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী। এদিন নকশাল বাড়িতে মিছিল করে দলীয় কর্মী নেতাদের সাথে বৈঠক করলেন মীনাক্ষী। শূন্য পদে স্থায়ী নিযগে, স্থায়ী নতুন শূন্য পদ তৈরি, দুর্নীতি ও বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করার দাবিতে আগামী ১৩ ই এপ্রিল উত্তর কন্যা অভিযান হবে, মানুষের বাঁচার দাবিকে সামনে রেখে এই অভিযান।

কোচবিহার শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে দিদির দূত হয়ে গেলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক

কোচবিহার ঃ গ্রামের সাথে সাথে এবার শহরেও দিদির দূত কর্মসূচী শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। আজ কোচবিহার শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে দিদির দূত হয়ে গেলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তাঁর সাথে ছিলেন দুই কাউন্সিলার দিলিপ সাহা ও মায়া সাহা সহ দলীয় কর্মীরা। এদিন প্রথমে ওই ওয়ার্ডের মায়ের মন্দির ও চরক মন্দিরে পূজা দিয়ে দিদির দূত কর্মসূচী শুরু করেন অভিজিৎ বাবু। এরপর ওয়ার্ডের বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে রাজ্য সরকারের প্রকল্প গুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন কিনা, তা নিয়ে খোঁজখবর নেন। অভিজিৎ বাবু জানান, গ্রামাঞ্চলে দিদির দূত কর্মসূচী হচ্ছিল বলে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন নির্বাচনের জন্য নয়, মানুষকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা প্রকল্পগুলি সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এই গ্রাম গ্রাম শহর সর্বত্র করা হবে।

রাহুল দেব বর্মনের সঙ্গীতে ব্যবহৃত লুপ্তপ্রায় বাদ্যযন্ত্রগুলি সংগ্রহ করে সঙ্গীত চর্চায় মগ্ন জলপাইগুড়ির সায়ন

জলপাইগুড়ি ঃ সঙ্গীত শিক্ষার তালিম নেওয়া হয়নি কখনও। কিন্তু সঙ্গীতে যেন তার জন্মগত প্রতিভা। এই প্রতিভাকে সঙ্গী করে এক অসাধ্য সাধনায় মগ্ন হয়েছে জলপাইগুড়ির শহরের কিশোর শিল্পী সায়ন সেন। রাহুল দেব বর্মনের সঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রায় ৪৫টি লুপ্তপ্রায় বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে সঙ্গীত চর্চায় মগ্ন হয়েছে এই কিশোর শিল্পী।এছাড়াও বাংলার হারিয়ে যাওয়া আরও বিভিন্ন রকমের ছোট ছোট বাদ্যযন্ত্র রয়েছে তার কাছে।জলপাইগুড়ি শহরের সেনপাড়া এলাকার বাসিন্দা সায়ন। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে সে। প্রায় হারিয়ে যাওয়া পুরোনো দিনের মুখশঙ্কু সহ বেশকিছু বাদ্যযন্ত্র রয়েছে তার সংগ্রহে। এই বাদ্যযন্ত্রগুলোর নিয়মিত তালিম নেয় সে। আজকের ডিজিটাল যুগে এসব বাদ্যযন্ত্রের তেমন কোনও প্রচলন নেই কোথাও। কোনও সঙ্গীত পরিচালক বা শিল্পীদেরও এসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করতে দেখা যায় না। সায়ন জানায় এই বাদ্যযন্ত্রগুলোকে সামগ্রিকভাবে পার্কারশন ইন্সট্রুমেন্ট বলা হয়। মুখশঙ্কু, ঘটাম, খাঞ্জিরা, ডুপকি, গুইরো, সিঙ্গিং পাইপ সহ আরও অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র রয়েছে তার কাছে। রাজস্থান, কর্ণাটক সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিশোর এই ছাত্র জানায়, পুরোনো দিনের যন্ত্রানুসঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা তার ছোট থেকেই রয়েছে। সেই ভালোবাসার টানেই মোবাইল ও টিভি থেকে দেখে দেখে এগুলো সংগ্রহ করা। নিজের বাড়িতে বসেই নিজে নিজে এগুলোর তালিম নেয় সে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির জন্য এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। তবে পুরোনো দিনের সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্যই আমি এই বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে ও বাজায়। বাবা শেখর সেন ও মা কনিকা সেন সবসময় তাকে এব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন।

অপহরণের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ অভিযোগে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। মহম্মদ আলম,মহম্মদ রশিদ ও সাবিনা খাতুন। জানা গিয়েছে গত মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মিলনগরের নাবালিকা। এরপরেই পরিবারের তরফ থেকে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। এবং পুলিশ তদন্তে নেমে ইসলামপুর থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এবং অপহরণের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন আদালতে তোলা হয় ধৃতদের।

একশো কাজের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার

কলকাতা ঃ কেন্দ্রীয় সরকার বাংলায় ভোটে হেরে গিয়ে বাংলার মানুষকে ভাতে মাড়ার চেষ্টা করছে । একশো কাজের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার । আগামী এক মাসের মধ্যে তৃণমূল কর্মীরা বুথে গিয়ে যারা একশ দিনের কাজের টাকা থেকে বঞ্চিত তাদের তালিকা তৈরি করবে । এবং সবার সহি সাক্ষর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি করে তৈরি রাখুন । আগামী এক মাসের মধ্যে এক কোটি চিঠি তৈরি করুন এবং এবং সেই এক কোটি চিঠি নিয়ে আমরা দীল্লিতে যাবো । শনিবার আলিপুরদুয়ারে বাবুরহাটে জনসভাতে যোগ দিয়ে একথা জানান অভিষেক ব্যানার্জি।এদিন অভিষেক যারা দুর্নীতি করেছে একশ দিনের কাজের টাকা নিয়ে তাদের জেলে ঢোকাক কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস আটকাবেনা কিন্তু কিছু জনের জন্য এত মানুষকে কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে। এদিন অভিষেক জানান একশ দিনের কাজের টাকা দীল্লি থেকে ছিনিয়ে আনবো । দীল্লির বুকে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।এদিন অভিষেক চা শ্রমিকদের জন্য খুশির খবর দেন।তিনি জানান আগামী এক সপ্তাহে মধ্যে চা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে । এবং এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজিত হচ্ছে সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে কত বৃদ্ধি হচ্ছে। এছাড়া চা শ্রমিকদের পি এফ সমস্যা সমাধানে জলপাইগুড়ি পিএফ দফতরে ডেপুটেশন প্রদানের কথা বলেন এবং সমস্যা সমাধান না হলে দুমাস বাদে পঞ্চাশ হাজার লোক নিয়ে পিএফ দফতর ঘেরাও করা হবে এবং তিনি নিজে থাকবেন। আগামী পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ যাকে চাইবে সে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হবে বলে জানান অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি জানান কোনো নেতার কথায় কেউ প্রার্থী হবে না মানুষ যাকে চাইবে সে প্রার্থী হবে।

অবশেষে স্বস্তি পেল পথ চলতি মানুষ !

মালদা ঃ অবশেষে স্বস্তি পেল পথ চলতি মানুষ ! দীর্ঘদিন ধরে বেহাল মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বহুদিন ধরে।অবশেষ পথশ্রী প্রকল্পের রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রায়৪৮ কোটি টাকা রাস্তা তৈরি জন্য বরাদ্দ করেছে। অবশেষ দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান হতে চলেছে হবিবপুর থানার অন্তর্গত বুলবুলচন্ডী হইতে বামনগোলা ব্লকের পাকুহাট পর্যন্ত রাজ্য সড়ক পূর্ণনির্মাণ করা হবে। শুক্রবার এই রাস্তার পূর্ণনির্মাণ শুভ উদ্বোধন করা হলো হবিবপুর ব্লকের কেন্দপুকুর এলাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়।এই সভা উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সি, রতুয়া বিধায়ক শমর মুখার্জি,সহ হবিবপুর বামন গোলা ব্লকের ব্লক সভাপতি সহ বিভিন্ন অঞ্চলের সভাপতি ও কর্মীরা।এ বিষয়ে হবিবপুর বিধানসভার বিধায়ক জুয়েল মুর্মু বলেন,মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছুদিন আগে ভার্চুয়াল ভাবে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা উদ্বোধন করেন তারপরেও তারা আবারো উদ্বোধন করা পছন্দ হয়নি আবারো দুই জন প্রতিনিধিকে নিয়ে এসে আবারও রাস্তা উদ্বোধন করলেন এ নিয়ে বিধায়ক তোপ ডাকলেন বিধায়ক জুয়েল মূর্মূ।

বিয়ের তিন মাসের মাথায় গৃহবধূর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো

মালদা ঃ বিয়ের তিন মাসের মাথায় গৃহবধূর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো, মালদা জেলার বামন গোলা থানার পাকুয়াহাটের খিরিপাড়া এলাকায়। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত গৃহবধুর নাম ঝুমা সরকার বয়স(১৯)বছর। পরিবারের হয়েছে স্বামী বিশ্বদ্বিপ সরকার। পরিবার সূত্রে আরও জানা যায় বিগত তিন মাস আগে ঝুমা ও বিশ্বদীপের ভালোবাসা করে দুইজনে বিয়ে করে। ঝুমার বারি মালদা জেলার হবিপুর থানার ডালনা এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আলো জানা যায় গতকাল রাতে একটি মোবাইল নিয়ে ঝুমা ও বিশ্ব দ্বীপের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। আর স্বামীর প্রতি অভিমান হয়েই সকালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলো ঝুমা। বাড়ি ফিরেই ঝুমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই তার স্বামী। বিশ্বদ্বীপের চিৎকারে পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। গলায় ফাঁস খুলে তড়িঘড়ি কিসের জন্য নিয়ে যায় মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীন সেখানেই মৃত্যু হয় ঝুমার। উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে ময়না তদন্তের জন্য। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে বামন গোলা থানার পুলিশ।

পুরোপুরি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম। ভোটারদের সবাই মুসলিম। অথচ সেই সংসদকেই এবার তফশিলি মহিলা সংরক্ষিত করেছে নির্বাচন কমিশন

মালদা ঃ পুরোপুরি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম। ভোটারদের সবাই মুসলিম। অথচ সেই সংসদকেই এবার তফশিলি মহিলা সংরক্ষিত করেছে নির্বাচন কমিশন। এর জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। ক্ষুব্ধ স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যও। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। ঘটনাটি পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটপুর ও ছোটপুর ভেস্টপাড়া গ্রামের। ছোটপুর ও ছোটপুর ভেস্টপাড়া গ্রাম দুটিতে আগে একটিমাত্র বুথ ছিল। সেই বুথ ভেঙে এবার ২২ ও ৩৩ করা হয়েছে। ২২ বুথের অংশ হল ১৮৯। সেই বুথে মোট ৮৬৭ জন ভোটার। প্রত্যেকে মুসলিম। অথচ ওই বুথটিই এবার তফশিলি মহিলা সংরক্ষিত। অর্থাৎ এবার ওই গ্রামের কোনও বাসিন্দা নিজের এলাকার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। কমিশনের এই সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। মহম্মদ ওবাইদুল শেখ নামে এক গ্রামবাসী জানান, 'ঘটনাটি জানতে পেরেই আমরা বিডিওর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম, এই গ্রামে একজনও হিন্দু ভোটার নেই। তাহলে আমাদের বুথ তফশিলি মহিলা সংরক্ষিত হল কীভাবে? বিডিও আমাদের জানিয়ে দেন, তাঁর কিছু করার নেই। গোটা বিষয়টি জেলাশাসকের অধীনে। তিনি যা করার করবেন। সেকথা শুনে গ্রামের কয়েকজন জেলাশাসকের কাছেও যায়। কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সাফ কথা, আমরা এখানে বহিরাগত কোনও প্রার্থীকে মানব না। নির্বাচন কমিশন নিজেদের সিদ্ধান্ত না বদলালে আমরা এবার ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।' গ্রামের আরেক বাসিন্দা সাবির আলি বলেন, 'জীবনে অনেক ভোট দিয়েছি। প্রতিবারই গ্রামের প্রার্থীদের ভোট দিয়েছি। এবার শুনছি, গ্রামের কেউ নাকি এখানে প্রার্থী হতে পারবে না। কারণ, এই বুথটা তফশিলি মহিলা সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছে। যে বুথে একটিও হিন্দু ভোটার নেই, সেই বুথ তফশিলি মহিলা সংরক্ষিত কীভাবে হতে পারে? রাজ্য সরকার এই কাজ করে ঠিক করেনি। এবার আমরা কেউ ভোট দেব না।' গ্রামের তৃণমূলি পঞ্চায়েত সদস্য মাসিদুর রহমানও নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, 'এখানে পুরোনো বুথকে ভেঙে দুটো করা হয়েছে। আমাদের বুথে প্রত্যেকেই মুসলমান ভোটার। কিন্তু সেই বুথকেই তফশিলি মহিলা সংরক্ষিত করা হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই জেলাশাসকের কাছে আবেদন জানিয়েছি। দলের নেতৃত্বকেও জানিয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকেই বলছে, আর কিছু করার নেই। পাড়ার লোক এবার ভোট দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ, বহিরাগত কোনও প্রার্থীকে তারা ভোট দেবে না।'

দীর্ঘদিন পর মালদায় এলো অজন্তা সার্কাস

মালদা ঃ দীর্ঘদিন পর মালদায় এলো অজন্তা সার্কাস। শুক্রবার রাতে এই সার্কাসের শুভ উদ্বোধন করেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট পুরসভার কাউন্সিলর কাকলি চৌধুরী, বরুণ সর্দার, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ক্রীড়া পরিষদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাস সহ বিশিষ্টজনেরা। মালদা শহরের ডিএসএ মাঠ সংলগ্ন এলাকায় এই অজন্তা সার্কাস শুরু হয়েছে। প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত তিন দফায় শিশু থেকে সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন দিতে শো দেখানো হচ্ছে। যদিও সার্কাসে কোন বন্যপ্রাণী রাখা হয় নি। আফ্রিকা ও রাশিয়া থেকে শিল্পীরা এসেছেন বিভিন্ন ধরনের কলা কৌশলী দেখাতে। প্রথম দিনের উদ্বোধনে বহু মানুষ এই সার্কাস দেখতে ভীড় করেন।

যথাযথ মর্যাদায় জলপাইগুড়িতে পালিত হলো ইস্টার সানডে

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়িতে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হলো ইস্টার সানডে। ইস্টার সানডে বা পবিত্র রবিবার হল খ্রিস্টিয় ক্যালেন্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে আজকের এই দিনে মৃত্যুর বিরুদ্ধে যিশুখ্রিস্টের বিজয় উদযাপন করে। খ্রিস্টে বিশ্বাসীদের কাছে এটি পুরাতন জীবনের অবসানের পরে নতুন জীবনের শুরুর প্রতীক। সারা বিশ্বের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরে বসবাসকারি খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ জনেরা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে দিনটিকে। এই উপলক্ষে রোববার ভোরে জলপাইগুড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড, পিলখানা এলাকায় অবস্থিত খ্রিস্ট সমাজের বেরীয়াল গ্রাউন্ড বা কবরস্থানে সমবেত হয়ে কবরে শায়িত আপনজনকে স্বরন করার পাশাপাশি ফুল ছড়িয়ে মোমবাতি প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই বিশেষ দিনের তাৎপর্য তুলে ধরে শহরের প্রবীণ নাগরিক ভোলা মন্ডল, বলেন, আজকের দিনে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান হয়েছিলো , আজকের এই বিশেষ দিনে আমরাও ভোর বেলায় কবরস্থানে এসে কবরে শায়িত প্রিয়জনদের যেমন স্বরন করলাম এর সঙ্গেই বিশ্ব শান্তির উদ্দেশ্যে করা হয় প্রার্থনা ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বিপুল পরিমাণে উৎপাদন হয়েছে আলুর। কিন্তু সেই তুলনায় মিলছে না দাম। যার ফলে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মালদার গাজোল ব্লকের আলু চাষিরা

মালদা ঃ বিপুল পরিমাণে উৎপাদন হয়েছে আলুর। কিন্তু সেই তুলনায় মিলছে না দাম। যার ফলে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মালদার গাজোল ব্লকের আলু চাষিরা। অনেক চাষিরাই বিভিন্নভাবে ঋণ নিয়ে আলু চাষ শুরু করেছিলেন। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এবছর মালদায় বিপুল পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে আলুর। আর বেশি আলু ফলনের জেরেই দাম কমে গিয়েছে। ন্যায্য দাম পেতে এখন দিশেহারা অবস্থা চাষিদের। এব্যাপারে প্রশাসনের কাছে সহায়ক মূল্যে আলু কেনার আবেদন জানিয়েছেন চাষীরা। গাজোলের আলু চাষি বীরেন রায়, নন্দন সরকার, উৎপল রায়দের বক্তব্য, আলু চাষ করতে প্রায় বিঘা প্রতি তাদের খরচ পড়েছে ২১ থেকে ২২ হাজার টাকা।সেই হিসাবে বাজারে ও হাটে ন্যায্য আলুর দাম পাচ্ছেন না তাঁরা। বর্তমান বাজারে ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা কিলো হিসাবে পাইকারি আলুর দাম মিলছে। পাশাপাশি ৪০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা কুইঃটাল দরে আলু বিক্রি হচ্ছে। তাই তাদের আলু বিক্রি লাভের কোন অংশই উঠে আসছে না। পাশাপাশি সার , বীজের দামও ঊর্ধ্বমুখী । অনেক আলু চাষিরা ঋণের ওপর টাকা নিয়ে আলু চাষ করেছিলেন। কিন্তু বাজারে বিপুল পরিমাণ আলু উৎপাদন হওয়ায় এখন পাইকারদের কাছে সঠিক মূল্য মিলছে না। খুব কম দামেই আলু বিক্রি করতে হচ্ছে। এই নিয়েই চরম দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে চাষীদের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন গাজোল ব্লকের আলু চাষীরা।

অল ইন্ডিয়া মিউজিক অ্যান্ড কালচারাল কাউন্সিল আয়োজিত উত্তরবঙ্গ সমাবর্তন

শিলিগুড়ি ঃ সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত উত্তরবঙ্গ সমাবর্তন অনুষ্ঠান ৫ থেকে ৭ এপ্রিল। এই অনুষ্ঠানে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারসহ এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদেরকে মানপত্রের সাথে পুরস্কার প্রদান করা হবে। এছাড়া ২০২৩ সালে, উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাতে' প্রথম দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, তাদেরকে মানপত্র এবং পুরস্কার প্রদান করা হবে,সাথেই এই প্রতিযোগিতাতে যারা স্থান অধিকার করেছে,তাদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। মানপত্র প্রদানের পাশাপাশি অতিথিদের বরণ এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রের সাথে সিকিম, কালিংপং, সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করবেন। তাদেরই অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে চলবে সাড়ে নটা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সঙ্গীত কর্মশালা, কথক নৃত্য কর্মশালা, চিত্রকর্ম চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ২ থেকে ৪ তারিখ পর্যন্ত বাঘাযতীন পার্ক সংগীত কর্মশালা, ৩ এবং ৪ চিত্র, এবং চিত্রপ্রদর্শনী ৫ থেকে ৭ তারিখ অব্দি রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে চলছে।

অন্য একটি ট্রাক জাতীয় সড়কে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকের নীচে কর্মরত চালককে পিষে মারা যায়

আলিপুরদুয়ার ঃ জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা মৃত্যু এক জন। রবিবার দুফুরে আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের ৩১ নং জাতীয় সড়কের তেঁতুলতলা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক জনের । স্থানীয় সূত্রে খবর, জাতীয় সড়কের ওপর একটি বিকল হওয়া ট্রাকের নিচে ট্রাকের খলাসি কাজ করছিলেন। আচমকাই জাতীয় সড়কের অসমগামী ওই রুটে বিকল হওয়া ট্রাকের পিছন দিক দিয়ে একটি অন্য একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওই গাড়িটিতে ধাক্কা দেয়। যার ফলে গাড়ির নিচে থাকা ওই ব্যক্তির গাড়ির চাপায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়।

পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে চিরতরে বিদায় নিচ্ছে জার্মানি

বার্লিন ঃ শনিবার জার্মানির শেষ তিনটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। জার্মান চ্যান্সেলর শলৎস সেই সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও পদক্ষেপের জন্য চাপ বাড়ছে। ১৯৬৭ সালে জার্মানির প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কাজ শুরু করেছিল। ২০২৩ সালের ১৫ই এপ্রিল শেষ তিনটি পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ করা হবে। জ্বালানির উৎস হিসেবে প্রচলিত পরমাণু বিদ্যুৎ চিরকালের জন্য ত্যাগ করছে জার্মানি। ছয় মাস আগেই সেই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হলেও ইউক্রেন যুদ্ধের জের ধরে অনিশ্চয়তার কারণে সময়সীমা কিছুকাল বাড়ানো হয়।

পরমাণু বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়ে জার্মানির জোট সরকারের মধ্যেও দ্বন্দ্ব পুরোপুরি কাটে নি। পরিবেশবাদী সবুজ দল গত বছরই শেষ তিনটি কেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও উদারপন্থি এফডিপি দল জ্বালানি সংকট এড়াতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সেগুলি চালু রাখার পক্ষে সওয়াল করেছিল। শেষে চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস নিজের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এফডিপি সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করলেও শলৎস নিজের সিদ্ধান্তে এখনো অটল রয়েছেন। এমনকি কেন্দ্রগুলি অকেজো করার বদলে রিজার্ভ হিসেবে রেখে দেবার প্রস্তাবও নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। সবুজ দলের নেতৃত্বে পরিবেশ মন্ত্রণালয় মনে করিয়ে দিয়েছে, যে জার্মানির শেষ তিনটি পরমাণু কেন্দ্র রিজার্ভ হিসেবে রাখা বেআইনি পদক্ষেপ হবে। তাছাড়া সেগুলি অকেজো করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল।

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়া থেকে গ্যাস সরবরাহ কার্যত বন্ধ হয়ে যাবার পর জার্মানিতে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকারের তৎপরতায় দ্রুত বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা হওয়ায় ব্ল্যাকআউট বা অন্য কোনো অঘটন ঘটে নি। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কাও মোটামুটি সামলে নেওয়া গেছে। ফলে পরমাণু বিদ্যুতের উপর নির্ভরতার আর কোনো কারণ দেখছেন না বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ।

জার্মানির জ্বালানি প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি পরমাণু বিদ্যুৎ বন্ধ হবার পর ঘাটতি পূরণ করতে আরও দ্রুত গতিতে গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের মতে, দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে এমন পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। ভবিষ্যতে এমন কেন্দ্র গ্যাসের বদলে হাইড্রোজেন দিয়েও চালানো সম্ভব হতে পারে। তবে এমন কেন্দ্রে বিনিয়োগের জন্য সরকার কোনো উৎসাহ না দেওয়ায় সেই উদ্যোগে গতি আসছে না।

শনিবার বিদ্যুতের গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরেও তিনটি পরমাণু কেন্দ্র পুরোপুরি বন্ধ হবে না। অনেক দিন ধরে সেই কাজের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নিরাপদে সেই প্রক্রিয়া চালাতে ধীরে ধীরে চুল্লিগুলি ঠাণ্ডা করতে হবে। পানি ভরা চুল্লির মধ্য থেকে ফুয়েল এলিমেংট বার করে নিতে হবে। কেন্দ্র ভেঙে ফেলার বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। কেন্দ্রগুলি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হতে বেশ কয়েক বছর, এমনকি কয়েক দশকও সময় লাগতে পারে।

জাপানের ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্রে বিপর্যয়ের পর জার্মানির সরকার ২০১১ সালে পরমাণু বিদ্যুৎ পুরোপুরি বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগে ২০০২ সালেও তৎকালীন সরকার নীতিগতভাবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর নতুন করে কোনো কেন্দ্রের অনুমতি দেওয়া হয় নি।

অক্সফোর্ডের ম্যালেরিয়া টিকাকে অনুমোদন ঘানার

ঘানা ঃ অক্সফোর্ডের ম্যালেরিয়ার টিকাকে ঘানা অনুমোদন দিল। ঘানায় প্রতি মিনিটে একটি শিশু মশাবাহিত রোগে মারা যায়।

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ম্যালেরিয়ার ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। এই প্রথম সেই ভ্যাকসিন বিশ্বের কোনো একটি দেশে অনুমোদন পেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাঁচ থেকে ৩৬ মাস বয়সের শিশুকে এই ভ্যাকসিন দেয়া যাবে বলে ঘানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বয়সের বাচ্চারা সবচেয়ে বেশি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। আশা করা হচ্ছে, এই ভ্যাকসিন ঘানা এবং আফ্রিকার অন্য দেশে কার্যকর হবে। আর২১ম্যাক্সিম এম ভ্যাকসিনের চিফ ইনভেস্টিগেটর আদ্রিয়ান হিল বলেছেন, ''অক্সফোর্ডে ৩০ বছর ধরে ম্যালেরিয়া ভ্রয়াকসিন তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। এবার তা সফল হলো। বাকি দেশও চাইলে যাতে এই ভ্যাকসিন পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ''

প্রতিবছর ম্যালেরিয়ায় ছয় লাখ মানুষ মারা যান। বেশির ভাগই আফ্রিকায় এবং সেখানে শিশুদের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার খুব বেশি।

কয়েক দশক ধরে কাজ করার পর গতবছর ম্যালেরিয়ার ভ্যাকসিন মসকুউরিক্স বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার ছাড়পত্র পায়। ব্রিটিশ কোম্পানি জিএসকে এই ভ্যাকসিন তৈরি করছে। কিন্তু এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কতটা তা নিয়ে সংশয় ছিল। এই ভ্যাকসিন আফ্রিকার ১০ লাখ বাচ্চার উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। এর সাফল্যের হার ৬০ শতাংশ।

অক্সফোর্ড ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তি করেছে। তারা বছরে ২০ কোটি ভ্যাকসিন তৈরি করবে। অক্সফর্ডের ভ্যাকসিনের সাফল্যের হার ৮০ শতাংশ বলে জানানো হয়েছে। বুরকিনা ফাসো, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়াতে এই ভ্যাকসিনের ট্রায়াল চলছে।

ভারতের বাজার লক্ষ্য করে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ

ঢাকাঃ ভারতের বাজারকে টার্গেট করে বাংলাদেশে বড় ধরনের জাপানি বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা। শুধু তাই নয়, ভূরাজনৈতিক বিবেচনায়ও এর বিশেষ গুরুত্ব দেখছেন তারা।

জাপানের বিনিয়োগ বাংলাদেশে আরো অনেক দেশকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে বলে আশা বিশ্লেষকদের। আর এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২৫ থেকে ২৮ এপ্রিল জাপান সফরের কথা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর বলছে, গত মাসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার ভারত সফরের সময় বাংলাদেশ ও ভারতকে কেন্দ্র করে তিনি এই বিনিয়োগ প্রস্তাব দেন। এরপর বাংলাদেশে ১২৭ কোটি ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন করে জাপান সরকার।

জাপানের বিনিয়োগ পরিকল্পনার মধ্যে বাংলাদেশে একটি শিল্পাঞ্চল তৈরি। তারা শিল্প স্থাপন ও বন্দর তৈরিতে বিনিয়োগ করবে। শিল্পাঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য তারা ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল, নেপাল ও ভুটানে বাজারজাত করতে চায়। এজন্য তারা যোগাযোগ অবকাঠামোও গড়ে তুলতে চায়। জাপান ১৩০ কোটি মানুষের আবাসস্থল ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগর এলাকায় উন্নয়নে নজর দেবে।

বাংলাদেশের তিনটি অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে জাপান, যার মধ্যে আছে মাতারবাড়ি এলাকায় নতুন একটি বাণিজ্যিক বন্দর। এই বন্দরের সঙ্গে ত্রিপুরাসহ ভারতের স্থলবেষ্টিত উত্তরপূর্বাঞ্চল সংযুক্ত হবে। তবে এই বন্দরের মাধ্যমে তারা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বাজারও ধরতে চায়।

ভারতে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোশি সুজুকি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় এক বৈঠকে বাংলাদেশ, ভারত ও জাপানের মধ্যে এই প্রস্তাবগুলো তুলে ধরেন। ত্রিপুরায় দুই দিনের এ বৈঠক আয়োজন করেছিল গবেষণা প্রতিষ্ঠান এশিয়ান কনফ্লুয়েন্স।

হিরোশি সুজুকি জানিয়েছেন, গভীর সমুদ্রবন্দরের কাজ ২০২৭ সালের মধ্যে হতে পারে। এই বন্দর শিল্পাঞ্চল নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি জানান, বাংলাদেশে ইতিমধ্যে তিন শতাধিক জাপানি কোম্পানি কাজ শুরু করেছে। দুই দেশের মধ্যে শিগগিরই অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি হতে পারে, ইনিশিয়েটিভের আওতায় শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে জাপান ও ভারত তার বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফ্রিকা অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণ করছে।

জাপানবাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রির সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ার শহীদ বলেন, ''বাংলাদেশে একটি ট্রেড হাব গড়ে তোলার জন্য মোয়াজ্জেম বলেন, ''উত্তরপূর্ব ভারত , নেপাল বা ভুটানের বাজার যে খুব বড়, তা কিন্তু নয়। তারচেয়ে বড় ব্যাপার হলো বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ। এটা বিশ্বের আরো অনেক দেশকে এখানে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে। আর বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের তখন বাজার হতে পারে থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারসহ আরো অনেক দেশ। এছাড়া ইউরোপেও বাজার বিস্তৃত হতে পারে।

যার মাধ্যমে বাংলাদেশে শিল্প উৎপাদন বাড়বে এবং আরো বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে।

বৈঠকে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলবিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি জাপানের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, এর মধ্য দিয়ে ভারতবাংলাদেশ বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং জাপানসহ অন্যান্য দেশের বিনিয়োগ আসার পথ সুগম হবে।

এশিয়ান কনফ্লুয়েন্সের প্রধান সব্যসাচী দত্ত বলেন, মাতারবাড়ি বন্দর থেকে ত্রিপুরার দূরত্ব মাত্র ১০০ কিলোমিটার। ফলে মাতারবাড়ি বন্দর ত্রিপুরাসহ ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে রপ্তানিকারকদের প্রবেশদ্বার হতে পারে।

চীন তার আলোচিত বেল্ট অ্যান্ড রোড অনেক আগে থেকেই আলোচনা হচ্ছে। এর আগে যখন প্রধানমন্ত্রী জাপান সফর করেন, তখনও এটা নিয়ে আলোচনা হয়। এখন যে প্রস্তাব এসেছে এটা একটা গেম চেঞ্জার হিসেবে আবির্ভূত হবে। এটা আমাদের অর্থনীতিতে দারুণ প্রভাব ফেলবে। ভারতের সেভেন সিস্টার্স এর সুবিধাটা আমরা অনেক দিন ধরে নিতে পারি নাই। এটা আমাদের সুযোগ করে দেবে। মাতারবাড়ির ডিপ সি পোর্ট একটা বড় হাব হবে।''

তার কথা, ''এখানে জাপানি শিল্প এবং এসএমই হবে। তাতে আমরা আরো লাভবান হবো। কর্মসংস্থানও হবে। আড়াই হাজারে তাদের যে একটি শিল্পাঞ্চল হচ্ছে সেটা একটা ইউনিক মডেল হবে।''

আর সিপিডির গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম ভারতের মূল বাজারও টার্গেট হতে পারে।'' তিনি বলেন, ''সাধারণত জাপানিরা দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করে। তারা যে শুধু টেকনোলজি নিয়ে আসে তা নয়, তারা টেকনিক্যাল নোহাও দিয়ে এখানকার স্থানীয় শ্রমিকদেরও দক্ষ করে তুলবে।'' এটি ভূরাজনীতির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) মো. শহীদুল হক। তিনি বলেন, ''জাপানি বিনিয়োগ এখানে চীনা বিনিয়োগের সাথে একটা ভারসাম্য তৈরি করবে, যেটা বৈদেশিক সম্পর্কের ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে।'' ''তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে শুধু ডিপ সি পোর্ট নয়, তারা যেন এখানে শিল্পও গড়ে তোলে,'' বলেন এই কূটনীতিক।

মিড ডে মিলেও দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গে ঃকেন্দ্রীয় রিপোর্ট

কলকাতা ঃ মিড ডে মিলে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গে। ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় রিপোর্টে। স্কুল পড়ুয়াদের জন্য খাবার পরিবেশন করা হয় মিড ডে মিলে। পড়াশোনার পাশাপাশি পুষ্টির ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে চালু প্রকল্পটির নাম পিএম পোষণ। এই প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যে এসেছিল কেন্দ্রের জয়েন্ট রিভিউ কমিশন (জেআরএম) বা যৌথ পর্যবেক্ষক দল। এই দলে রাজ্যের প্রতিনিধিও ছিলেন। জেআরএম এর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৬ কোটি প্লেট অতিরিক্ত মিড ডে মিল পরিবেশনের রিপোর্ট করা হয়েছে। রাজ্যের তথ্য, এই ছয় মাসে ১৪০ কোটি ২৫ লক্ষ প্লেট খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। কিন্তু রিপোর্টে বলা হয়েছে, জেলাগুলি থেকে রাজ্য সরকারকে যে তথ্য দেয়া হয়, তার সঙ্গে এই হিসেব মিলছে না। জেলাগুলির রিপোর্টে ওই সময়ে পরিবেশিত প্লেটের সংখ্যা ছিল ১২৪ কোটি ২২ লক্ষ। এই ১৬ কোটি প্লেটের মূল্য বাবদ ১০০ কোটি টাকার অনিয়ম হয়েছে বলে জেআরএম এর দাবি। পশ্চিমবঙ্গে মিড ডে মিলে দুর্নীতি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা চলছে। রাজ্য সরকার এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বক্তব্য, রাজ্যের প্রতিনিধিকে না জানিয়ে রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি তাতে সই করেননি। আমরা দেখতে পাইনি যে কী রিপোর্ট জমা পড়েছে। তার প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের রিপোর্ট কোথায় তৈরি করা হয়েছে, কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দপ্তরে? নাকি কমিটির কারো বাড়িতে বসে? তাতে কারা সই করলেন? জেআরএম এ রাজ্যের প্রতিনিধি ছিলেন মিড ডে মিল প্রকল্পের অধিকর্তা তপন অধিকারী। অভিযোগ উড়িয়ে তিনি বলেন, জেলার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি রাজ্যের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। ২০২২ সালের জুলাই ও নভেম্বরে রিপোর্ট গিয়েছিল। তাতে বাড়তি খাবার পরিবেশনের কথা নেই। তা হলে কেন এটা লেখা, সেটা আমরা জানি না। হিসেবে গরমিল ছাড়াও একটি গুরুতর বিষয় সামনে এসেছে রিপোর্টে। অভিযোগ, গত বছর মার্চে রামপুরহাট গণহত্যায় স্বজনহারা গ্রামবাসীকে ক্ষতিপূরণ দিতে মিড ডে মিলের টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। ঘটনাস্থল বগটুই গ্রামে গিয়ে চেক বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রামপুরহাট ২ ব্লকের বিডিও'র তত্ত্বাবধানে যে চেকগুলি দেয়া হয়, তার অর্থ এসেছে পিএম পোষণ যোজনার তহবিল থেকে। এই বিষয়ে নিয়ে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার। তার মন্তব্য, বগটুইয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য নেয়া টাকা রাজ্য সরকার পোষণ তহবিলে ফিরিয়ে দিয়েছে বলে দাবি করেছে। কিন্তু তার সপক্ষে কোনো নথি দেখাতে পারেনি। সরকারি স্তরে এই তরজার ছবি রাজনীতিতেও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তুলেছেন, ছয় মাসে এই অনিয়ম হলে তৃণমূলের ১২ বছরের শাসনে মিড ডে মিলে দুর্নীতির অঙ্ক কত? তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের ভাষায় এই রিপোর্ট 'কুৎসাপত্র'। প্রশ্ন উঠছে, শিশুদের খাবারও কেন রাজনৈতিক চাপানউতোরের বিষয় হয়ে উঠল? বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি অতীতে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিল। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা বলেন, কোভিডের সময় দুই বছর স্কুল বন্ধ থাকায় ছেলেমেয়েদের শুকনো খাবার দেয়া হয়েছে। সেই সময় ঠিকঠাক বরাদ্দ করা হয়নি। তখনো অনিয়ম হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছে শাসক দল। মিড ডে মিল কি তাদের চিন্তা বাড়ালো? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক, অধ্যাপক রাজাগোপাল ধরচৌধুরী বলেন, ছেলেমেয়েরা খাবার না পেলে অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় পড়বেন। তবে এখানে খাবারের অভাব নয়, হিসেবে কারচুপির অভিযোগ। পঞ্চায়েত ভোটে প্রভাব পড়ে কি না, দেখতে হবে।

কারা গুলি চালালো সেনা ছাউনিতে?

ভাটিন্ডা ঃ বুধবার ভোরে ভাটিন্ডার সেনা ছাউনিতে কারা গুলি চালালো, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বুধবার প্রাথমিক খবরে জানা গেছিল, পঞ্জাবের ভাটিন্ডার সেনা ছাউনির ভিতরেই কেউ গুলি চালিয়েছে। যার জেরে চার জওয়ানের মৃত্যু হয়। কিন্তু বুধবার বেলার দিকে স্থানীয় পুলিশের কাছে যে রিপোর্ট লেখানো হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, দুইজন মুখোশ পরা ব্যক্তি সেনা ছাউনিতে ঢুকে একটি ইনসাস রাইফেল থেকে গুলি চালায়। তাতেই চার জনের মৃত্যু হয়। গুলি চালিয়ে রাইফেলটি ফেলে রেখে তারা পাশের জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সারা দিন তল্লাশি চালিয়েও তাদের ধরা যায়নি। সেনার এই রিপোর্ট থেকেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তান সীমান্তের এই সেনা ছাউনিতে ২৪ ঘণ্টা গার্ড থাকার কথা। সেই সশস্ত্র রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে মুখোশ পরা দুই ব্যক্তি ভিতরে ঢুকে পড়ল? গুলি চালিয়ে, চারজনকে খতম করে কী করে তারা বিনা বাধায় জঙ্গলের রাস্তায় পালিয়ে গেল? কেন তাদের ধরা গেল না? এফআইআরএ বলা হয়েছে, একটি ইনসাস রাইফেল থেকে গুলি করা হয়েছে। ওই ক্যাম্পের ল্যান্স নায়েক মুপডি হরিশের নামে গত ৩১ মার্চ ওই রাইফেল ইস্যু করা হয়। গত ৯ এপ্রিল তা হারিয়ে যায়। সঙ্গে প্রচুর গুলিও খোয়া যায়। সেই রাইফেলটি এনেই এদিন গুলি করা হয় বলে দাবি করা হয়েছে। যে ২৪ রাউন্ড গুলির খোল ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল, তাও খোয়া যাওয়া গুলি বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু বাহিনীর ভিতরেই প্রশ্ন উঠেছে, খোয়া যাওয়া ৭৭ নম্বর রাইফেলেরই যে গুলি ওগুলো, তা এত স্পষ্টভাবে কী করে দাবি করা হচ্ছে? প্রশ্ন উঠেছে, ভোর সাড়ে চারটের সময় ঘটনাটি ঘটেছে। চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে থানার দূরত্ব মাত্র দুই কিলোমিটার। বেলা তিনটের সময় গিয়ে কেন প্রথম রিপোর্ট বা এফআইআর লেখানো হলো? কেন আগেই থানাকে খবর দেওয়া হলো না? কেন দীর্ঘক্ষণ জানাই গেল না, কীভাবে গুলি চলেছে? সেনার উচ্চপদস্থ অফিসারেরা গোটা বিষয়টির তদন্ত করছেন। বুধবারই একটি অডিট হয়েছে। সেখানেই এই প্রশ্নগুলি উঠেছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

তাইওয়ানে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে চীন, বললো জার্মানি

বার্লিন ঃ জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেজিং পৌঁছাবার কয়েকঘণ্টা আগে জার্মানির অভিযোগ, তাইওয়ান নিয়ে চীন উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার বলেছে, তাইওয়ান ঘিরে চীন যে সামরিক মহড়া করছে, তাতে শুধু উত্তেজনা বাড়ছে তাই নয়, এর ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘর্ষও শুরু হয়ে যেতে পারে। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবকের বেজিং পৌঁছাবার কয়েকঘণ্টা আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের এই বিবৃতি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মুখপাত্র বলেছেন, ''আমরা তাইওয়ান খাঁড়ির পরিস্থিতি নিয়ে খুবই চিন্তিত। আমরা আশা করি, সব পক্ষই এই অঞ্চলে স্থায়িত্ব ও শান্তি বজায় রাখবেন। এটা চীনের সম্পর্কেও সমানভাবে খাটে। আমাদের মনে হচ্ছে, চীন যেরকম ভয় দেখানোর জন্য সামরিক কার্যকলাপ করছে, তার থেকে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ হতে পারে।'' তিনি জানিয়েছেন, এই অঞ্চলে যাতে উত্তেজনা কমে, জার্মানি সেই লক্ষ্যে কাজ করবে। তাইওয়ানের প্রেসিডেংট সাই ইঙ্গ ওয়েন অ্যামেরিকা সফরে গেছিলেন। তারপরেই তাইওয়ান ঘিরে সামরিক মহড়া শুরু করে চীন। সোমবার সেই মহড়া থেমেছে। সেই মহড়ায় পিপলস লিবারেশন আর্মি তাইওয়ানকে অবরোধ করে রেখেছিল। ১৯৪৯ সালের গৃহযুদ্ধের সময় চীন ও তাইওয়ান আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু চীন বরাবরই তাইওয়ানকে নিজেদের এলাকা বলে মনে করে। তারা জোর করে তাইওয়ানকে চীনের সঙ্গে যুক্ত করার কথাও বলেছে। বুধবার সন্ধ্যায় বেয়ারবক বেজিং গেছেন। তিনি সেখানে চীনের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ ও তাইওয়ান নিয়ে আলোচনা করবেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁর চীন সফর শেষ হওয়ার পরেই বেয়ারবক সেখানে যাচ্ছেন। মাক্রোঁ চীন সফরে গিয়ে বলেছিলেন, তাইওয়ান নিয়ে ইউরোপ যে অ্যামেরিকার নীতি অনুসারে চলবে তার কোনও মানে নেই। মাক্রোঁর এই কথায় রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গেছে। বেজিংয়ে বেয়ারবক চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। তিনি জার্মান কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখা করবেন। চীন থেকে বেয়ারবক দক্ষিণ কোরিয়ায় যাবেন এবং সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। রোববার তিনি জাপানে জি৭ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেবেন। চীনে বেয়ারবকের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বরেলও যাবেন। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলাও চীন সফরে গেছেন। শুক্রবার তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

সম্পাদকীয়

মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর বিমান হামলায় শতাধিক নিহত হওয়ার আশঙ্কা

মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর বিমান হামলায় শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশটিতে যে গৃহযুদ্ধ চলছে তাতে একদিনে এতো ব্যাপক সংখ্যক প্রাণহানির ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া লোকজন বিবিসিকে বলেছেন যে তারা অন্তত ৮০ জনের মৃতদেহ সংগ্রহ করেছেন। তবে এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মিয়ানমারের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় সাগাইং অঞ্চলের একটি গ্রামে মঙ্গলবার এই হামলা চালানো হয়। জাতিসংঘ এই হামলার নিন্দা করেছে। সামরিক বাহিনী ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার পর থেকে তাদের বিরোধিতাকারীদের ওপর বিমান হামলার ঘটনা ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে। সামরিক জান্তার একজন মুখপাত্র জেনারেল জ মিন টুন রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলেছেন, হ্যাঁ, আমরা এই বিমান হামলা চালিয়েছি। তিনি বলেন তারা পা জি জি নামের এই গ্রামটিতে হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারণ সেখানে সামরিক বাহিনীর বিরোধী একটি গ্রুপের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি অফিস

চালু করা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সামরিক অভ্যুত্থানের বিরোধিতাকারী এই মিলিশিয়া গ্রুপটি পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস বা পিডিএফএস নামে পরিচিত। মিয়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা সামরিক বাহিনীর সাথে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে আসছে। সাগাইং অঞ্চলের স্থানীয় লোকজন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। রাস্তায় সামরিক বাহিনীর গাড়ি বহরের ওপর বেশ কিছু চোরাগোপ্তা হামলা হওয়ার পর, তারা এখন আরো বেশি করে বিমান থেকে অভিযান পরিচালনা করছে। যারা তাদের শাসনের বিরোধিতা করছে তাদের বিভিন্ন স্থাপনা টার্গেট করে হামলা চালাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে স্কুল এবং স্বাস্থ্য ক্লিনিক। কখনো কখনো আগুন জ্বালিয়ে পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সামরিক বাহিনী আশা করছে দেশের যেসব অঞ্চলে তারা শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়ছে, এধরনের হামলার কারণে একসময় সেগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। পা জি জি গ্রামের একজন বাসিন্দা বিবিসিকে বলেছেন মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল সাতটার দিকে সামরিক বাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান তাদের গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। এসময় স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতারা যে ঘরে মিটিং করার জন্য জড়ো হয়েছিলেন, সেই ঘরে ওপর ওই বিমান থেকে সরাসরি একটি বোমা ফেলা হয়। এর পরপরই একটি হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে ২০ মিনিট ধরে গ্রামটির ওপর হামলা চালানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, পরে বিমানটি ফিরে আসে এবং যারা মৃতদেহ সংগ্রহের চেষ্টা করছিল তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। হামলার সময় গ্রামটি লোকে লোকারণ্য ছিল কারণ আশেপাশের এলাকা থেকেও লোকজন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল। হামলার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অনলাইনে কিছু ভিডিও পোস্ট করে যাতে ভয়াবহ এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাতে দেখা যায় ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এবং বেশ কিছু ভবনে আগুন ধরে গেছে। গ্রামবাসীরা বলছেন তারা মৃতদেহ গুনে দেখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে এই কাজটা করা বেশ কঠিন। সামরিক বাহিনীর আইনগত দায়িত্ব হচ্ছে বেসামরিক লোকজনকে রক্ষা করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ওপর যে ধরনের আক্রমণ চালানো হয়েছে সেটা এসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, বলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ফলকার টুর্ক। সামরিক বাহিনী এবং তাদের সহযোগী মিলিশিয়ারা ২০২১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারির পর থেকে যে বড় ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও চরম নির্যাতন করছে, তা বিশ্বাস করার যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে। এসবের কোনো কোনোটি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের সামিল হতে পারে, বলেন তিনি। এই গৃহযুদ্ধে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। স্থানচ্যুত হয়েছে আরো প্রায় ১৪ লাখ মানুষ। জাতিসংঘের হিসেবে দেশটির মোট জনগণের প্রায় একতৃতীয়াংশের মানবিক ত্রাণ সাহায্য প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের ওপর নজর রাখে এরকম একটি সংস্থা আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন এন্ড ইভেন্ট ড্যাটা প্রজেক্ট অ্যাকলেডের হিসেবে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী কমপক্ষে ৬০০টি বিমান হামলা চালিয়েছে।

আমেরিকা ছেড়ে চীনের সাথে গাঁটছড়া বাঁধছে সৌদি আরব

মধ্যপ্রাচ্যে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নাটকীয় এক ঘটনা ঘটে গেছে। সাত বছর আগে ভেঙ্গে পড়া সম্পর্ক পুনস্থাপন করেছে অঞ্চলের সবচেয়ে দুই প্রভাবশালী বৈরি দেশ সৌদি আরব এবং ইরান।

শাকিল আনোয়ার
প্রাবন্ধিক

বিস্ময়কর যেটা তা হলো এই সম্পর্ক জুড়তে মধ্যস্থতা করেছে সৌদি আরবের দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র নয়, বরঞ্চ বর্তমানে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর প্রতিপক্ষ - চীন। মার্চের দশ তারিখে বেইজিংয়ে সৌদি ও ইরানের কর্মকর্তাদের পাশে নিয়ে শীর্ষ চীনা কূটনীতিক ওয়াং ই এই বোঝাপড়ার কথা ঘোষণা করেন। তারপর, দ্রুতগতিতে ঘটনা গড়াচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সল বিন ফারহান এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমির আব্দুল্লাহিয়ানের মধ্যে এক বৈঠক থেকে দুই মাসের মধ্যে দূতাবাস খোলা এবং তেহরান ও রিয়াদের মধ্যে যাত্রী বিমান চলাচলের ঘোষণা দেওয়া হয়।

এমনকি, ইরানের প্রেসিডেন্ট রাইসি সৌদি আরব সফরের জন্য বাদশাহ সালমানের একটি আমন্ত্রণও গ্রহণ করেছেন বলে ইরানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

যে দেশটিকে ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো বোঝাপড়া, মীমাংসা অসম্ভব বলে মনে করা হতো, সেই আমেরিকা এই পুরো প্রক্রিয়ায় অনুপস্থিত।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবপ্রতিপত্তি যে দ্রুত কমছে ইরানসৌদি মীমাংসা চুক্তিকে তার জলজ্যান্ত একটি উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

এমন কথাও অনেক বিশ্লেষক বলছেন, সৌদিরা আট দশক পর শেষ পর্যন্ত আমেরিকার একচ্ছত্র প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ নিয়েছে।

লন্ডনে মধ্যপ্রাচ্য বিশ্লেষক সাদি হামদি অবশ্য মনে করেন এখনই এমন উপসংহার টানা ঠিক হবেনা।

তিনি বলেন, সৌদি আরবের সাথে আমেরিকার যে দূরত্ব এখন দেখা যাচ্ছে সেটা যতটা না দুই দেশের মধ্যে তার চেয়ে বেশি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মধ্যে।

মূল সমস্যা বিন সালমানের সাথে বাইডেন এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সম্পর্ক। কিন্তু আপনি জানেন না রিপাবলিকানরা ক্ষমতায় এলে পরিস্থিতি একইরকম থাকবে কিনা, বলেন মি হামদি।

তার মতে, সৌদি আরব যে বোঝাপড়া ইরানের সাথে করেছে তা তার দেশের অর্থনীতির স্বার্থে কিছুটা বাধ্য হয়ে সন্ধি করার মত।

মি, হামদি বলেন, তেল নির্ভর অর্থনীতির বিকল্প 'ভিশন টুয়েন্টি থার্টি' নামে পরিচিত যে উন্নয়ন কর্মসূচি এখন যুবরাজ বিন সালমানের ধ্যানজ্ঞান তাকে বাঁচাতে তার এই আপোষ। কারণ ইরানপন্থী মিলিশিয়ারা ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে গত ক বছরে সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এতটাই হুমকিতে ফেলেছে যে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ভয় পাচ্ছে।

গত ছয় বছরে তার ঐ উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন পরিকল্পনায় পশ্চিমাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো বিনিয়োগ তিনি পাননি। ফলে ইরানের সাথে সন্ধি করা ছাড়া তার উপায় ছিলনা, বলেন মি. হামদি।

এটা ঠিক যে ইরান সমর্থিত মিলিশিয়ারা, বিশেষ করে ইয়েমেনের হুতি মিলিশিয়ারা, গত কয়েক বছর ধরে যেভাবে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে সৌদি আরবের বিভিন্ন তেলের স্থাপনাগুলো টার্গেট করছিল তা রিয়াদের জন্য চরম মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । ২০১৯ সালে তাদের সবচেয়ে বড় তেলের স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা সৌদিদের প্রচণ্ড ভীত করে তুলেছিল।

ঐ ঘটনার পর থেকেই আমেরিকার ওপর ভরসা করে না থেকে নিজেরাই ইরানের সাথে বোঝাপড়ামীমাংসার প্রক্রিয়া শুরু করে সৌদি আরব। ইরাকের মাধ্যমে তেহরানের সাথে যোগাযোগ শুরু করে তারা। পরে, গত ডিসেম্বরে শি জিনপিং রিয়াদ সফরে গেলে সে সময় যুবরাজ বিন সালমান ইরানের সাথে সম্পর্ক নিয়ে তার সাহায্য চান বলে নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন মিডিয়ায় পরে খবর হয়।

তবে তারপরও সৌদি আরব এখনও চীনকে আমেরিকার বিকল্প ভাবতে শুরু করেছে তা মানতে রাজী নন সাদি হামদি। তার মতে, সাময়িক স্বার্থ হাসিলের কৌশল এটি সৌদি আরবের।

সৌদিরা জানে চীন আমেরিকার প্রভাব বলয়ে হানা দিতে চায়। সুতরাং যুবরাজ বিন সালমান আশা করছেন চীনকে কূটনৈতিক সাফল্যের কিছু পুরস্কার দিয়ে তাদের কাছ থেকে কিছু বিনিয়োগ হয়ত আনা যাবে। সেইসাথে আমেরিকানদেরও কিছুটা ঈর্ষান্বিত করা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, চীন ও সৌদি আরবের মধ্যে এখনও বড় কোনো অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা চুক্তি হয়নি। অধিকাংশই এমওইউ অর্থাৎ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

মি, হামদির মতে, সৌদি যুবরাজ এখন যেটা করছেন সেটা তার প্ল্যান বি।

কারণ যে মডেলে তিনি তার দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক সংস্কারের কাঠামো গড়তে চাইছেন তা একেবারেই পশ্চিমা ধাঁচের। প্রযুক্তি পুরোপুরি পশ্চিমা।

এটা ঠিক যে সৌদি আরব এবং আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক যে চাপে পড়েছে তা স্পষ্ট হতে শুরু করে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে। মানবাধিকার নিয়ে যুবরাজ সালমানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে ছাড়েননি মি. বাইডেন। একঘরে করার হুমকি দিয়েছেন।

২০২২ সালে তার রিয়াদ সফরে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও যুবরাজ বিন সালমান। তাদের মধ্যে খারাপ সম্পর্কের কারণে দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে।

কিন্তু অনেক বিশ্লেষক মনে করেন বিষয়টি শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বে ভূরাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে যে পরিবর্তন হচ্ছে সৌদি আরব এবং আমেরিকার সম্পর্কে দূরত্ব তারই পরিণতি। তার জেরেই সৌদি আরবের মত দেশ আমেরিকাকে অন্ধকারে রেখে এমন গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ নিচ্ছে বা নেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে।

বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যের একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো দেখছে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর বহুদিন ধরে হুকুমজারি চালিয়ে আসছে। সেনাঘাঁটি বসিয়ে রাখছে। অহেতুক তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। তারা এখন আর এসব পছন্দ করছে না। সার্বভৌমত্ব নিয়ে তারা সোচ্চার হচ্ছে, বিকল্প খুঁজছে বলছেন কুয়ালালামপুরে মালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব চায়নার অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী ।

অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর নীতির কারণে চীনকে মধ্যপ্রাচ্যের এসব দেশ বিকল্প হিসাবে দেখতে শুরু করেছে বলে মনে করেন ড. আলী।

তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে এখন আমেরিকার ওপর তাদের দীর্ঘদিনের নির্ভরশীলতা কমাতে উন্মুখ । বিকল্প হিসাবে তারা দেখছে আরেকটি শক্তিধর দেশ উঠে দাঁড়িয়েছে যারা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলায় না, এবং মাথা গলানোর তীব্র বিরোধিতা করছে।।

তবে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন চীনকে এক নম্বর ভূরাজনৈতিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে কোণঠাসা করতে গিয়ে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাদের নজর অনেকটাই সরিয়ে নিয়েছে। আর তার ফলেই মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এ ধরনের অভাবনীয় পরিবর্তনের লক্ষণ চোখে পড়ছে।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত সরে আসছে। কারণ তাদের দৃষ্টি এখন এশিয়ার দিকে। ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চল এখন অর্থনীতি এবং ভূরাজনীতির ভরকেন্দ্র। এখানেই যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যৎ দেখছে, বলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতির অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ।

বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকার এই চিন্তাধারার প্রকাশ গতি পেয়েছে।

সেইসাথে, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর আমেরিকার নির্ভরতা দ্রুত কমার কারণে অঞ্চলের গুরুত্ব আমেরিকার কাছে আগের মত নেই। তাছাড়া, ইউক্রেন যুদ্ধ আমেরিকার মনোযোগ এবং সম্পদের ওপর এতটাই চাপ তৈরি করেছে যে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাদের বাড়তি দৃষ্টি দেওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

ফলে, আমেরিকার নতুন এই ভূরাজনৈতিক কৌশল অদূর ভবিষ্যতে বদলাবে সেই সম্ভাবনা দেখছেন না ড. রীয়াজ।

চীন যতই মধ্যপ্রাচ্যে ঢোকার চেষ্টা করুক তাতে আমেরিকা খুব বেশি বিচলিত হবে বলে আমি মনে করিনা। তার চেয়ে পাশে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে অর্থাৎ ঘরের পাশে চীনকে ব্যতিব্যস্ত রাখার পথেই আমেরিকা থাকবে।

কিন্তু চীনের পক্ষে কি মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বিকল্প হওয়া সম্ভব? আমেরিকার মত মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সামরিক ঘাঁটি তৈরির ক্ষমতা বা ইচ্ছা কি চীনের রয়েছে? মধ্যপ্রাচ্যে? তাদের লক্ষ্য ঠিক কী? ড. মাহমুদ আলী মনে করেন সমর শক্তিতে তারা আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছে না এবং সেটা তারা এখন পারবেও না।

চীন এখন অর্থনীতি এবং কূটনীতি কাজে লাগিয়ে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করছে। সংঘাতে না জড়িয়েই যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এবং, ড. আলী বলেন, চীন কিছু দেশকে বোঝাতে সম্ভব হয়েছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প কূটনৈতিক মিত্র হতে পারে।

আর সে কারণেই হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের দুই শীর্ষ প্রভাবশালী প্রতিপক্ষ ইরান এবং সৌদি আরব তাদের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্য চীনের দ্বারস্থ হয়েছে।

সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি কতদিন টিকবে তা নিয়ে এখনও বহু বিশ্লেষক সন্দিহান কারণ এই দুই বৈরি দেশের রেষারেষির পেছনের মৌলিক কারণগুলো সহসা দূর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু তারপরও সন্দেহ নেই, মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে এটি একটি মোড়ঘোরানো পর্ব। কারণ, বহুদিন পর ঐ অঞ্চলের এত বড় একটি ঘটনায় আমেরিকা অনুপস্থিত, আর মঞ্চের কেন্দ্রে চীন।

উত্তর আয়ারল্যান্ডে বিভক্ত সরকারের পুনর্মিলনের ব্যাপারে আশাবাদী বাইডেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার বেলফাস্টে জনগণকে বলেন, তিনি আশা করেন উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিভক্ত সরকার শীঘ্রই একসাথে মিলেমিশে কাজ করবে। আলস্টার ইউনিভার্সিটিতে তাঁর এক বক্তৃতায় জড়ো হওয়া শত শত মানুষকে তিনি বলেন, আমি আশা করি এটা বলা আমার পক্ষে খুব বেশি অনুমান নির্ভর নয় যে আমি বিশ্বাস করি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি গুড ফ্রাইডে চুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা উত্তর আয়ারল্যান্ডের ভবিষ্যতের জন্য নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন। এটি আপনাদের জন্য একটি রায়, কিন্তু আমার নয়। তবে আমি আশা করছি, এটি শীগগিরই ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে, উত্তেজনা, অকার্যকর পরিস্থিতিতে উত্তর আয়ারল্যান্ডের দুটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল, একটি ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টি, যারা লন্ডনের সাথে অব্যাহত শাসনের পক্ষে। অপরদিকে, সিন ফেইন, যারা ব্যাপকভাবে আয়ারল্যান্ডের সাথে পুনঃএকত্রীকরণের পক্ষে। এদের মধ্যে সংঘাত চলছে । বাইডেন উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে তিন দিনের সফরের প্রথম দিনে গুড ফ্রাইডে চুক্তির ২৫ তম বার্ষিকী উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে সম্পাদিত ওই চুক্তির ফলে ক্যাথলিক জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে দ্বীপ দেশটিতে বছরের পর বছর ধরে চলা মারাত্মক সাম্প্রদায়িক বিবাদের অবসান ঘটিয়েছিল। একটি দল, যারা প্রতিবেশী আয়ারল্যান্ডের সাথে একত্রিত হতে চেয়েছিল অপরদিকে, বেশিরভাগ প্রোটেস্ট্যান্ট ইউনিয়নবাদী, যারা যুক্তরাজ্যের সাথে থাকতে বদ্ধ পরিকর। বাইডেন, যিনি প্রায়শই তার আইরিশ শিকড়ের কথা উল্লেখ করেন, তিনি মঙ্গলবার বলেন, তাঁর এই সপ্তাহের এমারল্ড দ্বীপের সফরটি কোনও অবকাশ যাপনের জন্য নয়। একজন সংবাদদাতার প্রশ্নের জবাবে, তিনি ১৯৯৮ সালের চুক্তির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, যা দ্বীপটিতে শান্তি বয়ে এনেছিল। এই তিন দিনের সফরে বাইডেনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আইরিশ চুক্তি এবং উইন্ডসর চুক্তিগুলি বহাল রাখা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন। শান্তি বজায় রাখুন, এটাই মূল বিষয়। হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা বলছেন, বাইডেন তাঁর এবারের সফরে কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজে কর্মরত ব্রেক্সিট এবং ইউরোপীয় বিষয়ের গবেষক ডোনাটিয়েন রুয়, জুমের মাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে ভিওএকে বলে গুড ফ্রাইডে চুক্তির পর, আমরা সকলেই ধরে নিয়েছিলাম শান্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

সাময়িকী

হিন্দি সিনেমা আমদানির সিদ্ধান্ত কতটা ইতিবাচক হবে?

সম্প্রতি বাংলাদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, হিন্দি সিনেমা আমদানি করার বিপরীতে সমান সংখ্যক বাংলাদেশি সিনেমা রপ্তানি করতে হবে। এর ধারাবাহিকতায় আজ 'গণ্ডি' নামে একটি বাংলাদেশি সিনেমা ভারতে রপ্তানির অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সম্মিলিত চলচ্চিত্র পরিষদের সদস্য সচিব ও পরিচালক শাহ আলম কিরণ। এখন এর অ্যাগেইনস্টে তারা একটি ছবি আমদানি করতে পারবে, বলেন তিনি। গত সোমবার বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে পাঁচটি শর্তে ভারতীয় ছবি আমদানির অনুমতি দেয়। এতে বলা হয়, নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে এ বছর ১০টি হিন্দি সিনেমা আমদানি করা যাবে। আগামী বছর আরো ৮টি সিনেমা আমদানির সুযোগ থাকবে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালের উপসচিব সাইফুল ইসলাম জানান, চলচ্চিত্র বিষয়ক ১৯টি সংগঠন মিলে উপমহাদেশের সিনেমা আমদানি করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করলে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সিনেমা সংশ্লিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলী, ক্যামেরাম্যান, তারপর পরিচালক, প্রযোজকদের যতো সংগঠন আছে, সবাই মিলে একসাথে আবেদন করছে যে, আমরা চাই। আগে তো একপক্ষ আবেদন করলে আরেক পক্ষ আন্দোলন করতো, মানববন্ধন করতো, বলেন তিনি। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি যা সাফটা চুক্তি হিসেবে পরিচিত, সেই নীতিমালা অনুযায়ী এই চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি সিনেমা রপ্তানি করলে আরেকটি সিনেমা আমদানির নিয়ম রয়েছে বলে জানায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। এছাড়াও বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যৌথ নীতিমালা অনুযায়ী চলচ্চিত্র আমদানিরপ্তানি করার সুযোগ আছে। এই নিয়ম অনুযায়ীই সিনেমা আমদানির এই অনুমোদন আসলো, যা আগামী দু'বছর কার্যকর থাকবে। বাংলাদেশে এর আগে হলিউডের বা ইংরেজি চলচ্চিত্র নিয়মিত আমদানি হলেও, হিন্দি চলচ্চিত্র আমদানি বন্ধ ছিল। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সরকারের এমন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের হলে দর্শকদের ফিরিয়ে আনতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। তবে বাংলাদেশের সিনেমা ভারতের বাজারে কতটা চাহিদা তৈরি করতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েই গেছে।

দেব কুমার
কলামিস্ট

সিনেমা আমদানির ক্ষেত্রে যেসব শর্ত দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, শুধু বৈধ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশকরাই সিনেমা আমদানি করতে পারবে, বাংলাদেশি সিনেমা রপ্তানির বিপরীতে উপমহাদেশীয় ভাষায় নির্মিত সিনেমা শুধু দুই বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে আমদানি করা যাবে, ১০টি সিনেমা আমদানি করতে হলে ১০টি রপ্তানি করতে হবে, আমদানির পর সেগুলো বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের অনুমোদন থাকতে হবে, আমদানি করা সিনেমা ঈদ ও দূর্গাপূজার সময় প্রদর্শন করা যাবে না। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, যিনি চলচ্চিত্র বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটির সদস্য, তিনি বলেন, বেসরকারি পরিবেশক বা আমদানিকারকরা যেসব সিনেমা আমদানি করতে চান, তার একটি তালিকাসহ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে অনুমোদন চাইবেন। মন্ত্রণালয়ে চলচ্চিত্র আমদানিরপ্তানি বিষয়ক একটি কমিটি আছে যার প্রধান একজন অতিরিক্ত সচিব। এছাড়া চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থাৎ নির্মাতা, প্রযোজক এবং চলচ্চিত্র গবেষকরা এই কমিটির সদস্য থাকেন। পরিবেশকদের আবেদন করা চলচ্চিত্রের তালিকা থেকে এই কমিটি আমদানির জন্য চলচ্চিত্র বাছাই করেন। বাছাই করার পর আমদানিকারকরা সেগুলো আমদানি করতে পারেন। আমদানি করে সেন্সর করবে, সেন্সর করার পর মুক্তি দেয়া হবে, বলেন মি. আলম। আর বাংলাদেশ থেকে কোন কোন চলচ্চিত্র রপ্তানি করা হবে সেটিও নির্ধারণ করে এই কমিটি। তবে তার আগে যে নির্মাতারা তাদের সিনেমা রপ্তানি করতে চান তারা তার একটি তালিকা তৈরি করে অনুমোদনের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে জমা দেন।

জানা অজানা

মালী হয়ে এসেছ মন,মালিক হয়ো না

সুনীল কুমার দে

বাউল গানে আছে,
মালী হয়ে এসেছ মন,মালিক হয়ো না,ও ভাই মালিক আছে একজনা। অর্থাৎ আমরা সবাই এই পৃথিবীতে মালী হয়ে অর্থাৎ সেবক হয়ে এসেছি,মালিক হয়ে নয়।মালিক বলতে কেবল ভগবান কেই বোঝায় আর কাউকে নয়।কিন্তু এই সত্য টা ভুলে আমরা মায়া মুগ্ধ জীব নিজেদের কে মালিক বলে মনে করি,প্রচার করি ও জীবনে দুঃখ,কষ্ট,ব্যথা বেদনা পাই আর অহংকারের ঝুলি ভরাই।আমরা সবাই কম বেশি মালিক হতে চাই।সে ঘরে হউক,সভা, সমিতি,ক্লাবে হউক অথবা মঠ, মন্দির ও আশ্রমে হোক।আমরা সবাই চাই আমাকে সবাই মালিক বলে মানুক,আমার কথায় সবাই চলুক,আমি যা বলবো তাই যেন হয় ইত্যাদি।এতে ধীরে ধীরে ঘরে হউক অথবা বাইরে হউক ভাঙন ধরতে শুরু করে,মন মালিন্য হয়,বিভাজন হয়,দলাদলি শুরু হয়,গুট বাজি শুরু হয়,রাজনীতি হয়।ফলে ক্ষতি হয় পরিবারের,সমিতির,মঠের ও আশ্রমের। তাই কবি বলেছেন, গুনেতে হইলে বড়,বড় বলে সবে, বড় যদি হতে চাও ছোটো হও তবে।আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।মালিক হতে গেলে অনেক কিছু গুন দরকার হয় যেমন, প্রথমত সবাই কে ভালোবাসতে হবে,সবাইকে এক নজরে দেখতে হবে,কাউ কে কালো গরা করা চলবে না,সবাইকে নিয়ে চলতে হবে,সবাই কে খুশি করার চেষ্টা করতে হবে,ধর্য্যবান হতে হবে,ক্ষমাশীল হতে হবে,অপ্রিয় কথা বলা চলবে না,কথায় কথায় রাগ করা চলবে না,মান, অভিমান ও অহংকার ত্যাগ করতে হবে,সম দর্শী হতে হবে প্রভৃতি।এত সব গুন থাকলে তবে সে মালিক হতে পারবে।তাই মালিক হওয়া খুবই কঠিন কাজ সেজন্য মালী হয়ে থাকা অনেক ভালো।সেবা ভাবনা নিয়ে কাজ করে যাও সব কিছু পাবে, প্রেম, ভালোবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা সব কিছু।তাই বাউলের সুরে সুর মিলিয়ে বলি, মালী হয়ে এসেছ মন, মালিক হয়ো না, ও ভাই মালিক আছে একজনা।

পাঠকের চিঠি

উৎসবের মরশুম, জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া

কথায় আছে বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বন। বাঙালির বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে জড়িয়ে আছে বাঙালির আবেগ । বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠানে বাঙালি যেমন মেতে ওঠেন তেমনই চলে বিভিন্ন কেনাকাটার পর্ব। সামনে পয়লা বৈশাখ। এইদিনের জন্যে সারাবছরে প্রতীক্ষায় বসে থাকেন ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা। মিস্টির দোকান থেকে শুরু করে, ফল, সব্জি, মাছ, মাংস ও জামাকাপড়ের দোকানগুলোতেও বিক্রি বেশ জমে ওঠে। সারাটি বছর বাঙালিরা উৎসবে মেতে ওঠে কিন্তু উত্বের মরসুমে জিনিসের দাম যেমন আকাশ ছোঁয়া তাতে বাজার করতে গিয়ে বাঙালির নাভিশ্বাস, জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া । মিস্টি থেকে শুরু করে ফল,সব্জি ,মাংস,মাছ সবেতেই বাজার আগুন। নিত্যপ্রয়োজনীয় আলুর দাম প্রায় কেজিতে বিশের গণ্ডীতে পৌঁছে গেছে। তাই বাজারে গিয়ে কিছুটা বাঁচিয়েই খরচ করতে হচ্ছে। বাজারের থলির দিকে তাকালে যেন অনেকেরই মন ভরছে না কিন্তু অন্যদিকে পকেটে পড়ছে টান।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ডিএমপিএস স্কুলে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ চন্ডিল ব্লকের হুমীদে অবস্থিত দয়াবতী মোদী পাবলিক স্কুলে অধ্যয়নরত ইন্টারমিডিয়েট (১১ তম এবং ১২ তম) শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয় শেখানো হবে। আজ স্কুল প্রাঙ্গনে আযোজিত এক সংবাদ সম্মেলনে, প্রিন্সিপাল সম্পা ব্যানার্জি জানান যে সিবিএসই অনুমোদিত দয়াবতী মোদী পাবলিক স্কুল (ডিএমপিএস) ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার্থীদের বিষয় বিশেষজ্ঞের সুবিধা প্রদান করবে। এর প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। প্রিন্সিপাল বলেন, সময়ের চাহিদা ও প্রযোজনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিএমপিএস শিক্ষার্থীদের মানসম্মত ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের জন্য গত ২৬ বছর ধরে কাজ করছে। এখন জামশেদপুরের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বিশেষজ্ঞ সুবিধার অধীনে নিযোগ করা হয়েছে। ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার্থীদের গণিত, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা বিশেষ ক্লাস করানো হবে। প্রতিদিনের ক্লাস ছাড়াও উপরোক্ত বিষয়গুলোর জন্য আলাদা প্রস্তুতি নেওয়া হবে। প্রিন্সিপাল সম্পা ব্যানার্জী বলেন যে আজকাল স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে বাইরের কোচিং করতে হয় তবে ডিএমপিএস এক্সপার্ট ক্লাসে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বাইরের কোচিংয়ের প্রযোজন হবে না। নিরাপত্তার দিক থেকে পুরো স্কুল ক্যাম্পাস সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে রয়েছে এবং ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে।

শহরের নির্বাচনে ঘরে বাইরে চাপে আওয়ামী লীগ

ঢাকা ঃ পাঁচ সিটির নির্বাচনে বিএনপি দলীয়ভাবে অংশ নিচ্ছে না। বিএনপি বা নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে চাপে পড়বে আওয়ামী লীগ। এদিকে অনেকেই মনোনয়ন চাইছেন বলে দলের মধ্যেও বিদ্রোহী প্রার্থীর আশঙ্কা আছে। যদিও আওয়ামী লীগের কেন্দ্র থেকে সাধারণ নির্দেশনা আছে কেউ দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গেলে দল থেকে বহিস্কার করা হবে। কিন্তু সিটি নির্বাচন নিয়ে বিদ্রোহী প্রার্থীদের পৃষ্ঠপোষকদের পর্দার আড়ালের তৎপরতা থামবে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিলেও সিলেটে বিএনপির মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী স্বতন্ত্র নির্বাচন করতে পারেন। তিনি এখন লন্ডনে আছেন। তারেক রহমানের সঙ্গে দেখাও করেছেন। শেষ পর্যন্ত আরিফুল হক চৌধুরী স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে গেলে অন্য চার সিটিতেও বিএনপির স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। আর তাই যদি হয় তাহলে আওয়ামী লীগকে ঘরে বাইরে সমান চাপের মুখোমুখি হতে হবে। আগামী ২৫ মে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভোট। খুলনা ও বরিশালে ১২ জুন এবং ২১ জুন রাজশাহী ও সিলেটে ভোট। পাঁচ সিটিতে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান আওয়ামী লীগের ৪১ জন। তারা দলীয় মনোনয়ন বোর্ডের কাছে তাদের মনোনয়নের আবেদন জমা দিয়েছে। আগামী শনিবার মনোনয়ন বোর্ড প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করবে। অবশ্য এরই মধ্যে তিন সিটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোটমুটি চূড়ান্ত। রাজশাহীতে বর্তমান মেয়র এই এইচ এম খায়রুজ্জামানের মনোনয়ন মোটামুটি নিশ্চিত। খুলনায় বর্তমান মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক আর বরিশালের মেয়র সাদিক আবদুল্লাহ মনোনয়ন শেষ পর্যন্ত

প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে অসম তথা উত্তর পূর্বে চিকিৎসা পরিষেবার যাত্রা শুরু করতে চলেছে এইমস হাসপাতাল

আগামী তিন চার বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ কার্যকর হয়ে উঠবে এইমস মন্তব্য কার্যবাহী সঞ্চালক অধ্যাপক ডাঃ অশোক পুরানিক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম কথা উত্তর পূর্বে চিকিৎসা পরিষেবায় মহা বিপ্লব নিয়ে আসতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স হসপিটাল (এইমস)। তবে এখনই ৭৫০ বিছানাযুক্ত সুবিধা প্রদান করা যাবে না বলে উল্লেখ করেছেন এইমস এর কার্যবাহী সঞ্চালক অধ্যাপক ডাঃ অশোক পুরানিক। তিনি বলেন আগামী তিন চার বছরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে কার্যক্ষম হয়ে উঠবে এইমস। এ হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসকরা যেহেতু এইমস এর ক্যাম্পাসেই থাকবেন ফলে ২৪ ঘঃটার মধ্যে যেকোনো সময় যেকোনো আপাতকালীন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ উন্নত মানদণ্ডের চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করতে সক্ষম হবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত আগামী ১৪ এপ্রিল প্রস্তাবিত অসম সফরে এসে এইমস চিকিৎসালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার গুয়াহাটি মহানগরের বেলতলা স্থিত এক হোটেলে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে এইমস মন্তব্য কার্যবাহী সঞ্চালক অধ্যাপক ডাঃ অশোক পুরানিক বলেন এই চিকিৎসালয় উত্তরপূর্বের জন্য এক আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে এইমস গুয়াহাটি ২০২২ সাল থেকে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে রোগীর যত্ন সেবা শুরু করেছে। তাছাড়া স্থানীয় এলাকাবাসীর জন্য সীমিত ওপিডি উপলব্ধ করানো হয়েছে বলে জানান তিনি। অধ্যাপক ডাঃ অশোক পুরানিক বলেন ২০২০২১ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে এইমস গুয়াহাটির এমবিবিএস পাঠক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এমবিবিএস এর শিক্ষার্থীর প্রথম দলটি গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে সঙ্গে সংলগ্ন প্যারামেডিকেল সাইন্স প্রতিষ্ঠানের নরকাসুর হসপিটাল এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস থেকে শ্রেণী শুরু করেছিল। অবশেষে ২০২২ সালের ৫ মার্চ শিক্ষাগত এবং প্রশাসনিক কার্যকলাপ চাংসারির স্থায়ী এইমস গুয়াহাটির ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানালেন তিনি।

কার্যবাহী সঞ্চালক অধ্যাপক ডাঃ অশোক পুরানিক বলেন বর্তমান এইমস গুয়াহাটিতে ১৯৯ জন এমবিবিএস শিক্ষার্থী, ৭৮ জন অনুষদ সদস্য, ১২৫ একজন নার্স এবং ১২ জন জ্যৈষ্ঠ রেসিডেন্ট ডক্টর রয়েছেন। তিনি বলেন অতি শীঘ্র এইমস গুয়াহাটিতে ১৫০ বিছানাযুক্ত আপাতকালীন ব্যবস্থা শুরু করা হবে। তাছাড়া আগামী তিন চার বছরের মধ্যে এই হাসপাতালে ৭৫০ বিছানাযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। একশ বিছানাযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেই অনুপাতে ডাক্তার, নার্স, টেকনিক্যাল টিম, সাফাই কর্মী ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে এভাবে ১০০ করে বিছানাযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলে পর্যায়ক্রমে সেটা ৭৫০ পর্যন্ত করা হবে। এক্ষেত্রে তিন চার বছর সময় লেগে যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। তবে বর্তমান এইমস গুয়াহাটিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে সঙ্গে স্থাপন করা হয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্র, সরঞ্জাম এবং রোগীর রোগ নির্ণয়ের নানা পরীক্ষা সামগ্রী।

উল্লেখ্য ২০১৭ সালের ২৬ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এইমস গুয়াহাটি চিকিৎসালয়ের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করেছিলেন। গুয়াহাটি মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা চাংসারিতে মোট ১৮৯.২০ এরপর এলাকাযুক্ত এইমস চিকিৎসালয়ের নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালের ২ মে। কার্যবাহী সঞ্চালক অধ্যাপক ডাঃ অশোক পুরানিক বলেন রোগীর অত্যাধুনিক যন্ত্র, উচ্চ মানদন্ডের চিকিৎসা শিক্ষা এবং অত্যাধুনিক গবেষণা ব্যবস্থা সমৃদ্ধ এইমস চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্য অতি কম খরচে অথবা বিনামূল্যে রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করা। এর ফলে শুধুমাত্র গুয়াহাটি কিংবা অসম নয় সারা উত্তরপূর্বের প্রতিটি রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে এইমস গুয়াহাটির জেনারেল মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ ভূপেন বর্মন, ডাঃ কৌস্তব কুমার বৈরাগী, পিআইবি গুয়াহাটির উপসঞ্চালক পবনী গুপ্তা, এইমস এর জনসম্পর্ক রক্ষাকারী অফিসার সুনীল সহরিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে গ্রেপ্তারকৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

ঢাকা ঃ সুপ্রিম কোর্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গ্রেপ্তার শহিদুজ্জামান ওরফে রাজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে পুলিশ। ২০২২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রাজিবকে কাফনের কাপড় ও ধারালো চাকুসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

কয়েকদিন আগে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে ওই অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন আদালত পুলিশের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এস আই নিজাম উদ্দিন ফকির। মামলার আসামি রাজিব মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার ইমাম হোসেনের ছেলে। তিনি দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি। রাজিবের বিরুদ্ধে মানিকগঞ্জ থানায় আরও চারটি মামলা রয়েছে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) ধারায় জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, 'আসামি রাজিব সুপ্রিম কোর্টের মত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কোনো রকম অনুমতি ছাড়া চাকুসহ প্রবেশ করেন, যা নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ'। অভিযোগপত্রে সাক্ষী করা হয়েছে মোট ৯ জনকে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ গতবছরের ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে অনুষ্ঠানের আযোজন করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের নেতা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবীরা। পরে আলোচনা সভা থেকে কাফনের কাপড় ও ধারালো চাকুসহ শহিদুজ্জামান রাজিবকে আটক করে পুলিশ। ওই ঘটনায় রাজধানীর শাহবাগ থানায় একটি মামলা হয়। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. রবিউল হাসান এই মামলা করলে পরদিন ২৯ সেপ্টেম্বর আসামি রাজিবকে আদালতে হাজির করা হয়। দুই দিনের রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ রাজিবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বিচারক রিমান্ড শেষে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

ভোটারেরা যাকে বেছে নেবেন তাকেই আমরা স্বাগত জানাবো। আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিষয়ে তিনি বলেন, অনেকেই মনোনয়ন চান। মনোনয়ন চাইতে তো কোনো বাধা নেই। তবে দল যাকে মনোনয়ন দেবে তার পক্ষেই সবাই কাজ করবেন বলে আমাদের আশা। আর যদি কেউ বিদ্রোহী প্রার্থী হন তাদের ব্যাপারে দল কতোটা কঠোর হবে সেই সিদ্ধান্ত এখনো নেয়া হয়নি। ধরে নিতে পারেন এখন পর্যন্ত আগে আমরা বিদ্রোহীদের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নিয়েছি তাই নেয়া হবে। আর বিএনপির সাংগঠনিক সম্মাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, বিএনপি এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে আর অংশ নেবে না। সেটা সিটি নির্বাচন হোক আর জাতীয় নির্বাচন হোক। কেউ যদি দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে চান তাহলে তাদের পরিণতি উকিল আবদুস সাত্তারের মতো হবে। দল থেকে বহিস্কার করা হবে। সিলেটের আরিফুল হক চৌধুরী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি দলের সিদ্ধান্তের বাইরে যাবেন না। তিনি তো লন্ডনে বলেছেন দল যা সিদ্ধান্ত নেবে তা তিনি মেনে নেবেন।

নববর্ষে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই 'চিরকুট'

ঢাকাঃ মঙ্গল শোভাযাত্রায় হামলার হুমকি দিয়ে চারুকলায় যে চিরকুট পাঠানো হয়েছে তাতে নাশকতার কোনো আশংকা নেই। বাংলা বর্ষবরণের আগে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই এমনটা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন। এটিকে জঙ্গি বা কোনও রাজনৈতিক হুমকিও মনে করছে না র‍্যাব। রাজধানীর রমনা বটমূলে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। বর্ষবরণের অনুষ্ঠানস্থলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপরিদর্শন শেষে র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে, সিভিল টিম রয়েছে, তাই এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। যেকোনও এক ব্যক্তি প্যানিক তৈরি করতে চারুকলায় এক শিক্ষার্থীকে এই চিরকুট পাঠিয়েছে উল্লেখ করে মহাপরিচালক বলেন, এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই। মহাপরিচালক দাবি করেন, সাইবার মনিটরিংসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনা করে বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের জঙ্গি হামলার সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। জঙ্গিদের যেকোনও ধরনের নাশকতা পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে প্রস্তুতি আছে। যেকোনও ধরনের গুজব, মিথ্যা তথ্য প্রতিরোধে সাইবার টিম সক্রিয় রয়েছে। তিনি বলেন, র‍্যাবের পক্ষ থেকে পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এবারও বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে দেশব্যাপী গোয়েন্দা নজরদারিও। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোয় বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটের ডগ স্কোয়াড দিয়ে সুইপিং করানো হবে। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সার্বিক নিরাপত্তার জন্য র‍্যাবের কন্ট্রোল রুম, স্ট্রাইকিং রিজার্ভ ফোর্স, মোটরসাইকেল পেট্রল, ফুট পেট্রল, রোড পেট্রলিং, হেভি গান স্ক্যানারসহ সিসিটিভি মনিটরিং রয়েছে। ০১৭৭৭৭২০০২৯ এর মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমন্বয় করা হবে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ফোর্স প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। জানান, প্রস্তুত রাখা হয়েছে র‍্যাবের কমান্ডো টিম। নববর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠানস্থলে আসা নারীদের উত্যক্ত, ইভটিজিং, যৌন হয়রানিরোধে মোবাইল কোর্টসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেউ কোনও ধরনের হেনস্থার শিকার হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের জানানোর আহ্বান জানান তিনি। এদিকে বর্ষবরণ পালন শেষে বিকেল ৪টায় রমনা পার্ক ত্যাগ করার অনুরোধ জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক। রমনা বটমূলে বর্ষবরণের নিরাপত্তা ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ''আমরা সবাইকে তল্লাশি করব। তাই বাড়তি কোনো কিছু নিয়ে না আসার জন্য অনুরোধ জানাব। লোক সমাগম বেশি হলে বিভিন্ন সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করব। ইতোমধ্যে ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে। বিকেল ৪টার পরে দর্শনার্থীদের আর প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না।''

আইপিএলে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত অশ্বিন

চেন্নাই (ওয়েবডেস্ক) ঃ রবিচন্দ্রন অশ্বিন একটা বিষয় কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। গত রাতে তাঁর দল রাজস্থান রয়্যালস ও চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচে চেন্নাইয়ের ব্যাটিংয়ের সময় হঠাৎ করেই আম্পায়ার বল বদলে দেন।এটা কেন করলেন আম্পায়ার, সেটিই বুঝতে অক্ষম ভারতীয় অফ স্পিনার। একই সঙ্গে জানিয়েছেন এবারের আইপিএলে আম্পায়ারদের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত তাঁকে বেশ বিভ্রান্ত করছে।

চেন্নাই-রাজস্থান ম্যাচে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত হতবাক করেছে অশ্বিনকে। কোনো রাখঢাক না রেখেই অশ্বিন বলেছেন, 'আম্পায়াররা যখন বলটা বদলে দিলেন, আমি খুবই অবাক হয়েছি। নিজেদের সিদ্ধান্তেই তাঁরা কাজটা করেছেন। এ ধরনের ঘটনা আগে কখনোই দেখিনি, আমি বেশ অবাক হয়েছি।

শুধু এই সিদ্ধান্ত নয়, এবারের আইপিএলে আম্পায়ারদের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত অশ্বিনকে বিভ্রান্ত করছে, 'এবারের আইপিএলে আম্পায়ারদের কিছু সিদ্ধান্ত আমাকে বেশ বিভ্রান্ত করছে। এই বিভ্রান্তি ভালো ও মন্দ দুই অর্থেই বলছি। এখানে একটা ভারসাম্য দরকার। আম্পায়ার যখন কাল বল পরিবর্তন করলেন, তখন বোলিং দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে কোনো কথাই তিনি বলেননি। কিন্তু তারপরও আম্পায়াররা বল বদল করেছেন নিজেদের সিদ্ধান্তে। আমি কারণ জিজ্ঞেস করতেই আম্পায়ার বললেন, তাঁরা এমনভাবে পরিবর্তন করতে পারেন।'

অশ্বিন অবশ্য আশা করেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে আম্পায়াররা এখনন থেকে অনেক বেশি ধারাবাহিক হবেন, 'এখন আমি আশা করি, প্রতিবারই মাঠে শিশির থাকলে আম্পায়াররা বল বদল করবেন। আইপিএলে এই সিদ্ধান্ত যেন একই রকমভাবে নেওয়া হয়। যে কেউ যা খুশি করতে পারে, কিন্তু তার তো একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকতে হবে।' রাজস্থানের ১৭৬ রান তাড়া করতে নেমে চেন্নাইয়ের স্কোর তখন ৩ উইকেটে ৯২। ১২ ওভারের খেলা হয়ে গেছে, এমন সময় আম্পায়ার বল পরিবর্তন করেন। অশ্বিনের বলে এলবিডব্লু হয়েছেন শিভম দুবে। মহেন্দ্র সিং ধোনি আর রবীন্দ্র জাদেজা লড়লেও ম্যাচটা রাজস্থান জিতেছে ৩ রানে

শেষ ওভারে ধোনির ব্যাটিং লাইভ স্ট্রিমিংয়ে দেখেছে ২ কোটি ২০ লাখ দর্শক

চেন্নাই ঃ আইপিএলে কাল চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক হিসেবে ২০০তম ম্যাচ খেলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। রোমাঞ্চকর ম্যাচটি চেন্নাই ৩ রানে হারলেও ধোনির সমর্থকেরা কিন্তু 'জিও সিনেমা'য় মুখ গুঁজে রেখেছিলেন। আইপিএলের এই অফিশিয়াল লাইভ স্ট্রিমিং প্লাটফর্মের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাল চেন্নাইয়ের ইনিংসে শেষ ওভারে জিও সিনেমায় ধোনির ব্যাটিং দেখেছেন দুই কোটির বেশি দর্শক।

রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে জয়ের জন্য শেষ ওভারে ২১ রান দরকার ছিল চেন্নাইয়ের। সন্দীপ শর্মার করা শেষ ওভারে ২টি ছক্কা মেরে সেটি করে ফেলার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন ধোনি। শেষ তিন বলে প্রয়োজন ছিল ৭ রানের। কিন্তু ওই তিন বলেই সিঙ্গলের বেশি নিতে পারেননি ধোনি-জাদেজা জুটি। শেষ বলে দরকার ছিল ৫ রানের, ধোনিকে তাই ছক্কা মারতে হতো। ৩ ছক্কা ও ১ চারে ১৭ বলে ৩২ রান করেন ধোনি। জাদেজার ব্যাট থেকে এসেছে ১৫ বলে ২৫ রানের ইনিংস। ৩০ বলে ৫৯ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে রোমাঞ্চ উপহার দেন দুজন। আর সে রোমাঞ্চই উপভোগ করতে দর্শক বুঁদ হয়ে ছিলেন জিও সিনেমায়।

জিও সিনেমার টুইটার হ্যান্ডলে করা পোস্টে বলা হয়, '(শেষ ওভারে) একটা মুহূর্তে ২ কোটি ২০ লাখ দর্শক দম

আটকে খেলা দেখেছেন, যেন পুরোনো স্মৃতি ফিরে এসেছিল। সেই চেনা প্রত্যাশা। হয়তো আগের সেই প্রত্যাশামতো ফল হয়নি, তবে একটা মুহূর্তে দুই কোটির বেশি দর্শকে সময়টা স্থির হয়ে গিয়েছিল। একটাই মুহূর্ত, ধোনিও একজনই।' ধোনির ম্যাচ শেষ করে আসার অতিমানবীয় সামর্থ্যকে মনে করিয়ে দিয়েই সম্ভবত পোস্টে তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে, পুরোনো সেসব স্মৃতি ফিরে আসার প্রত্যাশা ছিল। ভারতের সাবেক অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত না পারলেও দর্শকের এই প্রত্যাশা কিন্তু তাঁর সোনালি সময়কেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সে যাই হোক, আইপিএলের প্রথম সপ্তাহে জিও সিনেমা কিন্তু 'ভিউ'-এর রেকর্ড ভেঙেছে। প্রথম সপ্তাহে জিও সিনেমায় আইপিএল দেখেছেন ৫৫০ কোটির বেশি দর্শক। ভারতের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গত বছর আইপিএলের ডিজিটাল স্ট্রিমিংয়ে স্পনসরদের বিজ্ঞাপন থেকে যে পরিমাণ আয় হয়েছিল, এবার জিও সিনেমা সেই হিসাব পেছনে ফেলে আয়ের নতুন রেকর্ড গড়েছে এরই মধ্যে।

জিও সিনেমা আইপিএলের সম্প্রচারেও এনেছে নতুনত্ব। ভোজপুরি, পাঞ্জাবি, মারাঠি ও গুজরাটি ভাষায়ও ম্যাচের ধারাভাষ্য শোনার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া আছে ক্যামেরার চমকপ্রদ ব্যবহার। মাল্টি ক্যাম, ফোরকে, হাইপমুড প্রযুক্তির ছোঁয়া নিয়ে এসেছে তারা। প্রতিটি ম্যাচ দেখতে এই ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে প্রথম সপ্তাহের ছুটির দিনে দর্শক গড়ে ৫৭ মিনিট ছিলেন, জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম। গতবার একই প্লাটফর্মে আইপিএলের প্রথম সপ্তাহে দর্শকের তুলনায় তা ৬০ শতাংশ বেশি।

একুশে '২১' বেনজেমার

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ করিম বেনজেমা চাইলে তারিখটা মনে রাখতে পারেন। সেদিন চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনাল প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখের মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। বেনজেমা সে ম্যাচে গোল না পেলেও তাঁর দল রিয়াল ঠিকই জিতেছিল। সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে জোড়া গোল করেন বেনজেমা। গোল করেছিলেন ফাইনালেও। রিয়ালও জিতে নিয়েছিল চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের ১৩তম শিরোপা। কিন্তু ওই প্রথম লেগের ম্যাচটি টেনে আনার কারণ হলো, সে ম্যাচ থেকে কাল রাতের ম্যাচ পর্যন্ত হিসাব করলে চ্যাম্পিয়নস লিগ নকআউটে ফরাসি তারকার খেলা ম্যাচসংখ্যা হয় ২১টি। এর মধ্যে তাঁর গোলসংখ্যাও ২১। ধারাবাহিকতাটা কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতোই। রোনালদোর কথা যেহেতু উঠল, পর্তুগিজ তারকা কিন্তু সে বছরই রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়েছিলেন। তার আগে রোনালদোর ছায়ায় ঢাকা পড়া বেনজেমার মূল কাজ ছিল সতীর্থকে গোল বানিয়ে দেওয়া, রক্ষণের মধ্যে রোনালদোর জন্য ফাঁকা জায়গা তৈরি করা। রোনালদো যাওয়ার পর ধীরে ধীরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে গোল করায় ধারাবাহিকতার পাশাপাশি ব্যালন ডি'অরও জিতেছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। এই ২১ গোল সেই ধারাবাহিকতারই প্রমাণ। এমন নয় যে এই নকআউটে এই ২১ ম্যাচের সবগুলোতেই গোল করেছেন। বেনজেমা এই ম্যাচগুলোর মধ্যে গোল পাননি মাত্র ৮ ম্যাচে। চ্যাম্পিয়নস লিগে কাল কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে চেলসির বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে রিয়াল। বেনজেমা প্রথম গোলটি এনে দেন। এই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাইনাল পর্যন্ত গোলের হিসাব করলে রোনালদোর প্রসঙ্গ আসবেই। এই তিন ধাপে (কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল) রোনালদোর মোট গোলসংখ্যা ৪২। বাকিরা কিন্তু এর ধারেকাছেও নেই। বাকি দুই-একজন তারকার গোলের পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায়চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাইনাল পর্যন্ত গোলসংখ্যার বিচারে রোনালদো নিঃসন্দেহে 'রেফারেন্স পয়েন্ট।' কারণ, তালিকায় যিনি দ্বিতীয়, তাঁর গোলসংখ্যা ২০-ভদ্রলোকের নাম লিওনেল মেসি। তৃতীয়জনের গোলসংখ্যা ১৭-এই ভদ্রলোকের নাম বেনজেমা। বোঝাই যাচ্ছে, চ্যাম্পিয়নস লিগে বড় ম্যাচে রোনালদোর ধারাবাহিকতা যেন অন্য গ্রহের! ৩৫ বছর বয়সে বেনজেমা কিন্তু তেমন ধারাবাহিকতার দিকেই এগোচ্ছেন। নকআউটে সর্বশেষ ১০ ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা ১৪। আর প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের হলে বেনজেমা যেন আরও তেতে ওঠেন! বেনজেমার সর্বশেষ ১১ গোলের সবগুলোই ইংল্যান্ডের ক্লাবের বিপক্ষে-চেলসি, লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটি। আর সবগুলো গোলই করেছেন তিনি নকআউটে।

ব্রাজিল দলে আনচেলত্তির অধীনে খেলতে চান ভিনিসিয়ুস

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে চেলসির বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের জয়ে দারুণ আলো ছড়িয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। মাঠজুড়ে দাপুটে খেলার পাশাপাশি দুই গোলের দুটিতেই অ্যাসিস্ট করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। সাম্প্রতিক সময়ে ছন্দে থাকা এই তারকা ম্যাচ শেষে সাফল্যের কৃতিত্ব দিলেন কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে। এই ইতালিয়ান কোচকে 'বিশ্বসেরা' উল্লেখ করে তাঁর অধীনে ব্রাজিলের হয়েও খেলতে চান বলে মন্তব্য করেছেন ভিনিসিয়ুস। এই উইঙ্গারের এমন মন্তব্য আনচেলত্তির ব্রাজিলের কোচ হয়ে আসার সম্ভাবনার পালেও যেন বাড়তি হাওয়া দিল। এর আগে ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এদেরসনও আনচেলত্তির ব্রাজিলের কোচ হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। পাশাপাশি ব্রাজিলের কাছ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন আনচেলত্তি নিজেও।

বয়স এখনো ২২ বছর হলেও এরই মধ্যে নিজেকে ফুটবলের সেরা তারকাদের কাতারে নিয়ে গেছেন ভিনিসিয়ুস। মূলত আনচেলত্তির হাত ধরেই ভিনিসিয়ুসের উত্থানের শুরু। এই কোচের অধীনে ৪৫ ম্যাচে ২১ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ১৬টিতে। তাঁর কৌশলে খেলেই ম্যাচের পর ম্যাচে রিয়ালকে সাফল্য এনে দিতে অবদান রেখেছেন ভিনি। ইতালির এই কোচকে নিয়ে তাই বিশেষ মুগ্ধতাও আছে তাঁর।

চেলসি ম্যাচ শেষে ভিনিসিয়ুস বলেছেন, 'আনচেলত্তি বিশ্বের সেরা কোচ। আমার কাছে এবং দলের সবার কাছেও সে সেরা।' এরপরই আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিল দলেও খেলতে চাওয়ার কথা জানান ভিনি, 'আশা করি তিনি আমাকে রিয়াল মাদ্রিদ এবং ব্রাজিল দুই দলেই অনুশীলন করাবেন।'

এদিকে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ২-০ গোলে জিতেও সতীর্থদের নির্ভার থাকতে নিষেধ করেছেন ভিনিসিয়ুস। তিনি আরও বলেছেন, 'আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ডে শক্তিশালী থাকতে হবে। আমরা জানি এটা জটিল, কিন্তু আমরা শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় আছি। আমরা সব সময় আরও বেশি গোল করতে চাই। চেলসির বিপক্ষে কাজটা খুব কঠিন। যারা তিনজন সেন্টারব্যাক এবং দুজন ফুলব্যাক নিয়ে খেলে। এটা খুবই কঠিন।'

এ সময় রিয়ালের নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বলছেন ভিনি, 'আমি সারা জীবন রিয়ালে থাকতে চাইব। এটা পৃথিবীর সেরা ক্লাব। চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা দারুণ ব্যাপার।'

বাংলা সনের প্রবর্তক আকবর নাকি শশাঙ্ক : এ নিয়ে কলকাতায় নতুন বিতর্ক

কলকাতা ঃ পয়লা বৈশাখের শোভাযাত্রা নিয়ে বিতর্ক বেঁধেছে কলকাতাতেও। নতুন একটি শোভাযাত্রায় বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে তুলে ধরা হবে বলে আয়োজকরা জানানোর পরেই বিতর্কের জন্ম। শশাঙ্ক না মুঘল সম্রাট আকবর কে বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন, সেই বিতর্ক কয়েক বছর ধরে চললেও তা ছিল মূলত অ্যাকাডেমিক আলোচনা।

তবে এবারে শোভাযাত্রা থেকে শশাঙ্ককে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলে প্রচার করা এবং শশাঙ্কের মূর্তি সামনে নিয়ে শোভাযাত্রা করায় আপত্তি তুলছেন দীর্ঘদিন ধরে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান করে, এমন সংগঠনগুলি।

শশাঙ্ককে সামনে রেখে যে সংগঠনটি মঙ্গল শোভাযাত্রা করবে ১৫ই এপ্রিল, সেই বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের সঙ্গে আরএসএসের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। যদিও তারা দাবী করছেন যে তাদের সংগঠনে সবাই আরএসএসের ঘনিষ্ঠ নয়। সংগঠনটির সম্পাদক প্রবীর ভট্টাচার্যের কথায়, বঙ্গাব্দের প্রবর্তক যে আকবর, সেটা বাংলাদেশ থেকে আসা একটা ভাষ্য। এই তত্ত্ব আগে তো শোনা যায় নি। বাংলা ক্যালেন্ডারের মাসগুলো যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ - সবগুলোই হিন্দু নক্ষত্র ও রাশিচক্র অনুযায়ী হয়েছে। একজন মুসলমান শাসক কেন এধরনের মাসের নাম দেবেন?

যেটা বলা হচ্ছে যে আকবর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে প্রথমত বাংলায় কোনওদিন আসেন নি বা তার সুপরিচিত সেনাপতিরাও আসেন নি। তাই বাংলার জন্য একটা আলাদা ক্যালেন্ডার তিনি চালু করতে যাবেন কেন? এছাড়া, তিনি তো অন্যান্য অনেক প্রদেশেই রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন, কই সব প্রদেশের জন্য তো ক্যালেন্ডার করেন নি তিনি? ব্যাখ্যা মি. ভট্টাচার্যের।

আরএসএস দীর্ঘদিন ধরেই মুঘল সাম্রাজ্য

এবং মুসলমান শাসনকালকে ইতিহাস থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন।

সম্প্রতি জাতীয় পর্যায়ের স্কুল পাঠ্য ইতিহাস বই থেকেও মুঘল শাসনামলের অধ্যায়টি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার পিছনেও আরএসএসের চিন্তাধারাই কাজ করেছে বলে ইতিহাসবিদরা মনে করছেন। হিন্দুত্ববাদীরা শশাঙ্ককে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন দীর্ঘদিন ধরেই। বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে তার নাম প্রচারে নিয়ে আসাও সেই প্রচেষ্টারই অঙ্গ বলে মনে করা হয়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে একজন সামন্ত রাজা। তবে পরে তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম গৌড়ভূমির শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

রাজা শশাঙ্ক মারা গিয়েছিলেন ৬৩৭ বা ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ। প্রায় ৪৫ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন এবং তার রাজত্বকাল শুরুর সময় থেকেই, ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাব্দ চালু করা হয়।

বঙ্গাব্দর সঙ্গে খ্রিস্টাব্দের ব্যবধানও ঠিক ৫৯৩ বছরের।

শশাঙ্ক না আকবর কে বঙ্গাব্দ প্রচলন করেছিলেন, এই বিতর্কে সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের ব্যাখ্যার বিরোধিতা করছে ভাষা ও চেতনা সমিতি।

তারাই সিকি শতক ধরে কলকাতায় রাতভর নববর্ষ বরণের অনুষ্ঠান এবং সকালে শোভাযাত্রা হয়ে আসছে শহরের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত অ্যাকাডেমি চত্বরে।

আবার ঢাকার আদলে দক্ষিণ কলকাতাতেও একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা হচ্ছে বছর কয়েক ধরে।

সবথেকে পুরণো বর্ষবরণের অনুষ্ঠান আর শোভাযাত্রার আয়োজনকারী ভাষা ও চেতনা সমিতির প্রধান ইমানুল হক বলছেন, বাঙালী হিসাবে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের জন্য আমরা গর্বিত ঠিকই, কিন্তু তিনি যে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেছিলেন, এমন কোনও তথ্য কিন্তু ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর ইতিহাস তো ইতিহাসই, একটা তত্ত্ব জোর করে চাপানো হচ্ছে।

যদি শশাঙ্কই বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করে থাকবেন, তাহলে তার যেসব ফলক বা শিলালিপি পাওয়া যায়, সেখানে তো তিনি বঙ্গাব্দের উল্লেখ করতেন! আবার সাহিত্যে যদি দেখেন, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের রচনাকার মালাধর বসু লিখছেন, তেরোশো পঁচানব্বই শকে হইল গ্রন্থ আরম্ভন, চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন। এখানে শক মানে শকাব্দ। তখন যদি বঙ্গাব্দই চালু থাকবে, তাহলে তো তিনি শক না লিখে বঙ্গাব্দই লিখতেন, বলছিলেন ইমানুল হক।

প্রবীর ভট্টাচার্যে অবশ্য তাদের তত্ত্বে হিন্দুত্বের প্রসঙ্গ আনতে চাইছেন না।

তার কথায়, আমাদের এই তত্ত্বে ধর্ম নিয়ে আসছি না। প্রচারে তুলে ধরছি বাঙালী ঐতিহ্য, বাঙালী সংস্কৃতিকে।

সেজন্যই আমাদের শোভাযাত্রায় সামনে যেমন শশাঙ্কের মূর্তি থাকবে, তেমনই বাঙালী সংস্কৃতি ঐতিহ্যস্বরূপ শ্রীখোল, ঢাক, চামরসহ গৌড়ীয় নৃত্য, কীর্তন, ভাষা, কাব্য আমরা তুলে ধরব।

তিনি আরও বলছেন যে তাদের শোভাযাত্রার নামও মঙ্গল শোভাযাত্রা, তবে ঢাকায় যে মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়, সেটা বাঙালি ঐতিহ্য মেনে হয় না।

তারা প্যাঁচা, সাপ এসব নিয়ে শোভাযাত্রা করে, এগুলো তো বাঙালিয়ানার ঐতিহ্য নয়। বাঙালির ঐতিহ্য হল দুর্গাপুজো, শঙ্খ, তুলসীমঞ্চ, কলাগাছ। আমরা এগুলোকেই তুলে ধরব আমাদের মঙ্গল শোভাযাত্রায়, বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

ইমানুল হক মনে করেন, শশাঙ্ককে হিন্দু রাজা বানানোর চেষ্টা যারা করছেন, তাদের ইতিহাসটা ভাল করে পড়া দরকার।

তার আমলে হিন্দু শব্দটাই তো ছিল না, সেটা তো মুঘল আমলে সরকারিভাবে প্রচারিত হয়, শব্দটা আবার ফার্সি।

আসলে ঢাকার মঙ্গল শোভাযাত্রা বলুন বা আমাদের বর্ষবরণের উৎসব কোথাও মুসলমান মৌলবাদীরা ফতোয়া জারি করছে, কোথাও সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠরা শশাঙ্ককে তুলে ধরতে চাইছে মুঘল সম্রাট আকবরের বিপরীতে। বাঙালিরা মনে হয় না এটা মেনে নেবে, বলছিলেন মি. হক।

বিগত চার বছরে ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে দেশের বাঘের সংখ্যা

জামশেদপুর (অভিজিৎ রায়)ঃ আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ করলেন ২০১৮ সালের বাঘশুমারির হিসাব। সেই হিসেব বলছে বিগত চার বছরে ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে দেশের বাঘের সংখ্যা। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের তুলনায় দেশের বাঘের সংখ্যা ২২২৬ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৬৭। প্রধানমন্ত্রী প্রজেক্ট টাইগারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ভারতে প্রজেক্ট টাইগার শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। মাত্র নয়টি টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট নিয়ে শুরু হয় এই প্রকল্প। ৫০ বছর পর এখন টাইগার রিজার্ভের সংখ্যা হলো ৫৩।উনিশ শতকের শেষে ভারতে ৪০ হাজারের মতো বাঘ ছিল। কিন্তু শিকার ও নির্বিচারে বাঘ মারার ফলে তা ভয়ংকরভাবে কমে যায়।

স্পষ্টতই, এই প্রাণীটির জীবন যে ধরণের সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, তার সংরক্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার কারণে, এর জনসংখ্যা এখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উদ্বেগের পর্যায়ে সন্তোষজনক সাফল্যও পাওয়া গেছে। ২০০৬ সালে দেশে মাত্র ১৪১১ টি বাঘের উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান ছিল, এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পুনরুদ্ধার করে, ২০২২ সালের নতুন আদমশুমারিতে বাঘের সংখ্যা ৩১৬৭ পাওয়া গেছে। বিলুপ্তপ্রায় এই বন্যপ্রাণী প্রজাতির সংখ্যা গত ষোল বছরে ৭৫ শতাংশ বেড়েছে। এটা আনন্দের বিষয় কারণ পঞ্চাশ বছর আগে বাঘ সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় প্রজেক্ট টাইগার শুরু হয়েছিল, এবং তারপরও এমন পরিস্থিতি ছিল যে কয়েক বছর আগে সরিস্কার মতো অভয়ারণ্যে একটি বাঘও অবশিষ্ট ছিল না। ফলে শুরু হয় দায় চাপানোর নতুন নতুন ফন্দি। অবশ্যই সেই সাথে বাঘ বাঁচানোর জন্য একটি নতুন অভিযানও শুরু হয়, এবং পরিসংখ্যানে এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে অভিযানটি অনেকাংশে সফল হয়েছে। যাইহোক, এই সাফল্যে কেউ আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়, কারণ বাঘের সংখ্যা হ্রাস করার সমস্ত কারণ কিন্তু এখনও বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে বাঘের সংখ্যা বাড়লেও প্রশ্ন উঠবে এত বাঘের জন্য বন কোথা থেকে আসবে। প্রজেক্ট টাইগার যখন শুরু হয়েছিল, তখন এর অধীনে থাকা বনের মাত্র একতৃতীয়াংশ এখন অবশিষ্ট রয়েছে। মানুষের প্রয়োজন ও লোভের শিকার হয়ে পড়েছে অধিকাংশ বনভূমি। বাঘের সংখ্যার তুলনায় বনভূমি না থাকলে অন্যান্য সমস্যা দেখা দেবে। বাঘের সমস্যা হল এটি খুবই নির্জন প্রাণী। প্রাপ্তবয়স্ক বাঘের জন্য মোটামুটি বড় অঞ্চল প্রয়োজন এবং অন্য বাঘকে তারা নিজের অঞ্চলে সহ্য করতে পারে না। প্রজেক্ট টাইগার যখন শুরু হয়েছিল, তখন এর একটা বাড়তি সুবিধাও বলা হয়েছিল যে এই অজুহাতে অন্তত বনাঞ্চল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এক বা অন্যভাবে, বন দখল করা যেতে থাকে এবং এই আশা বৃথা হয়ে যায়।

এই চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করা যেতে পারে। এটা স্পষ্ট যে বাঘের জন্য আরও বন প্রয়োজন, একইভাবে দেশে বনের আয়তন বাড়ানোও আমাদের সুবিধার মধ্যে রয়েছে। ভারতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি, তবু পরিকল্পিতভাবে জমি ব্যবহার করা গেলে বনের আয়তন বাড়ানো যেতে পারে। সর্বোপরি, যেখানেই জনসংখ্যা বড় কেন্দ্রগুলির দিকে অভিকর্ষের প্রবণতা দেখায়, ভারতেও এটি ঘটছে। শহর ও শহরের জমি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেখানে আরও বেশি জনসংখ্যা ভালোভাবে বসবাস করতে পারবে। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন প্রজেক্ট টাইগারের জন্য এলাকা বাড়ানো। আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে চোরাশিকার, যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। এ জন্য বন বিভাগের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি বাঘ সংরক্ষণের সঙ্গে বাঘ সংরক্ষণের আশেপাশে বসবাসকারী মানুষের স্বার্থকে যুক্ত করা প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণ বাঘ সংরক্ষণে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী হতে পারে যদি তারা পর্যটনের আয়ে অংশ নেয়। মানুষের জন্য শিল্প ও কৃষি যতটা প্রয়োজনীয়, প্রকৃতির এই ভারসাম্য চক্রেরও ততটাই প্রয়োজন। ভারতকে বিশ্বের 'জিন ব্যাঙ্ক' বলা হয়, কারণ ভারতে যে জীববৈচিত্র্য রয়েছে, তা বিশ্বের আর কোথাও নেই। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিরাপদে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই।

জাফরুল্লাহ চৌধুরীর যে উদ্যোগ ওষুধের দাম মানুষের নাগালের মধ্যে আনে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের প্রতিটি শ্রেণীপেশার মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বল্পমূল্যে মানসম্মত ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়ন হয়, যার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। এই নীতির কারণে বাংলাদেশে ওষুধের দাম শুধু সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই আসেনি, বরং বিশ্বের ১৫০টির মতো দেশে এখন ওষুধ রপ্তানি করছে বাংলাদেশ। জাতীয় ওষুধ নীতি ১৯৮২ সালের ১২ই জুন অধ্যাদেশ আকারে জারি হয়, যা ১৯৪০ সালের মান্ধাতার আমলের ওষুধ আইন এবং ১৯৪৬ সালের বেঙ্গল ওষুধ রুলকে প্রতিস্থাপন করে। এর আগে সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে চাহিদার শতকরা ৭০ এর বেশি ওষুধ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতে হতো। এ কারণে সাধারণ রোগের ওষুধ থেকে থেকে শুরু করে জীবন রক্ষাকারী ওষুধের দাম ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। ওষুধ কেনা ছিল খুব কষ্টসাধ্য। ওষুধ নীতির কারণে বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে ওষুধ উৎপাদন শুরু হয়, যার কারণে আমদানি নির্ভরতা কমে আসে। ফলে বাংলাদেশ ক্রমেই ওষুধের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে শুরু করে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি রশিদইমাহবুব বিবিসি বাংলাকে বলেন, জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়নের আগে বাংলাদেশে কোন ওষুধ শিল্প ছিল না। আগে বহুজাতিক কোম্পানি থেকে অনেক দামে ওষুধ কিনতে হতো।

শীর্ষস্থানীয় নাচ শেখার কেন্দ্রে যৌন হয়রানির অভিযোগ

চেন্নাই (এজেন্সী) ঃ ভারতের একটি শীর্ষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'কলাক্ষেত্র' – যা বিশেষ করে ভরতনাট্যম নাচ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত – সেখানকার একজন ফ্যাকাল্টি সদস্য এবং তিনজন বদলি শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠার পর তা নিয়ে শুরু হয়েছে হৈচৈ।

ঘটনার সূত্রপাত এখানকার একজন নাচের শিক্ষকের বিরুদ্ধে একজন সাবেক শিক্ষার্থীর আনা যৌন হয়রানির অভিযোগ থেকে – যা ওই শিক্ষক অস্বীকার করছেন।

পুলিশ ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে।

কিন্তু তার আগে কয়েকদিন ধরেই এই ইনস্টিটিউটের কয়েক শ শিক্ষার্থী বিক্ষোভ করছিলেন। তাদের অভিযোগ এই ক্যাম্পাসে বছরের পর বছর ধরে যৌন হয়রানি চলছিল কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপই নেয়নি।

এখন এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটির ভেতরের কেলেংকারির খবর সংবাদমাধ্যমে আসার পর শুরু হয়েছে এর তদন্ত। তামিল নাড়ু প্রদেশের নারী বিষয়ক কমিশনও এসব অভিযোগ তদন্ত শুরু করেছে।

কলাক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছে, তাদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার জন্যই এসব ছড়ানো হচ্ছে।

তামিল নাড়ু রাজ্যের রাজধানী চেন্নাইয়ে অবস্থিত কলাক্ষেত্রের ভরতনাট্যম নাচ শেখার প্রতিষ্ঠানটির নাম রুকমিণী দেবী কলেজ অব ফাইন আর্টস।

যে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে তার নাম হরি পদমন। তিনি এ কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক এবং কৃতী নৃত্যশিল্পী।

মি. পদমনের বিরুদ্ধে প্রথম যৌন হয়রানির অভিযোগটি তুলেছিলেন ভারতের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী লীলা স্যামসন ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে – ফেসবুকে তার এক পোস্টে, জানান আইনজীবী বি এস অজিতা।

তিনি কারো নাম উল্লেখ না করে লেখেন যে কলেজের একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যৌন নিপীড়ন করছেন, এবং অভিযোগ করেন যে তিনি একজন ছাত্রীর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

লীলা স্যামসন তার পোস্টে অভিভাবকদের সতর্ক করে দেন যেন তারা তাদের মেয়েদের ওই ইনস্টিটিউটে না পাঠান – যেখানে তার ভাষায় 'যৌন শিকারিরা' বিচরণ করছে।

লীলা স্যামসন তার ফেসবুক পোস্টে কারো নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু পোস্টের নিচে করা মন্তব্যগুলোতে হরি পদমন এবং সেই ছাত্রীটির নাম উল্লেখ করা হয়।

তারা দুজনেই তাদের মধ্যে কোন অন্যায় সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করেন।

এই ইনস্টিটিউটে যৌন হয়রানির ব্যাপারে একটি অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি (আইসিসি) রয়েছে। আইনজীবী বি এস অজিতা ২০১৮ সাল থেকে ওই কমিটির একজন সদস্য থাকার পর সম্প্রতি পদ ছেড়ে দেন। আইসিসি যখন হরি পদমন ও এই ছাত্রীটির ঘটনা তদন্ত করে তখন এর অংশ ছিলেন মিজ অজিতা।

এই আইনজীবী বলেন, ছাত্রীটি তার নাম যেভাবে এ বিতর্কে টেনে আনা হয়েছে তার নিন্দা করেন, এবং বলেন হরি পদমনের সাথে তার সম্পর্ক শিক্ষক ও ছাত্রের মতই। যেহেতু নারী শিক্ষার্থী যৌন হয়রানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তাই এই কেসটি ক্লোজ করা হয়।

কিন্তু এ ঘটনার পর হরি পদমন এবং আরো তিনজন নৃত্যশিল্পী-শিক্ষকের বিরুদ্ধে আরো গুরুতর সব অভিযোগ আনতে থাকেন ইনস্টিটিউটের অন্য আরো শিক্ষার্থীরা।

এসব অভিযোগকে কেন্দ্র করে ইনস্টিটিউটের ২০০রও বেশি শিক্ষার্থী কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ করেন।

তারা বলেন এই ক্যাম্পাসে বছরের পর বছর ধরে যৌন হয়রানি ঘটছে কিন্তু প্রশাসন তাদের অভিযোগকে উপেক্ষা করেছে।

এই নাচের স্কুলের কর্তৃপক্ষ হচ্ছে কলাক্ষেত্র ফাউন্ডেশন – যা ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এই ফাউন্ডেশন তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে কিছু 'কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী' এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে।

কিন্তু এই কেলেংকারির ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হলে ফাউন্ডেশনটি এই অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি তিন সদস্যের প্যানেল গঠন করে – যার প্রধান করা হয় হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে।

এ ছাড়া হরি পদমন এবং অন্য তিনজন শিল্পী-শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়।

বিবিসি এ ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের মন্তব্য চাইলে তারা এক ইমেইলে জানায় তদন্ত চলাকালীন সময়ে এ নিয়ে কোন মন্তব্য করা উচিত হবে না।

হরি পদমনকে গত সপ্তাহে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারের আগে মি. পদমন কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে এক বৈঠকে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো অস্বীকার করেন।

একটি টিভি চ্যানেলকে তিনি বলেছেন, তিনি ন্যায়বিচার পাবার জন্য সবরকম চেষ্টাই করবেন।

নিউজ এইটিন নামে একটি টিভি চ্যানেলকে তিনি বলেন, কলাক্ষেত্রে শত শত শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের জিজ্ঞেস করুন আমি কখনো তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি কি না বা খারাপ কথা বলেছি কি না।

তিনি কখনো কাউকে যৌন নির্যাতন করেননি বলে জানিয়ে মি. পদমন বলেন আমি আমার বিবেকের কাছে পরিষ্কার এবং আমি জানি যে তাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই।

তিনি আরো বলেন তিনি তার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সিসিটিভি ফুটেজের ওপর নির্ভর করছেন।

মি. পদমনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন তার স্ত্রীও। তিনি তার পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে বলেছেন – কলাক্ষেত্রের দু'জন শিক্ষকসহ অভিযোগকারীরা ঈর্ষা ও পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তার স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলছে।

তিনি বলেন, হরি পদমন কিছু শিক্ষার্থীকে অসদাচরণের জন্য 'তিরস্কার' করেছিলেন বলে তার ওপর প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে এবং দুজন শিক্ষক এতে 'উস্কানি দিয়েছেন।'

কলাক্ষেত্রে তরুণ নৃত্যশিল্পীরা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করা হয়।

যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে বিবিসি কলাক্ষেত্রের বেশ কিছু শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সাবেক শিক্ষার্থী ও অন্যান্য কর্মচারীর সাথে কথা বলেছে।

সেসব কথোপকথনে তরুণ নৃত্যশিল্পীরা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করা হয়।

এরা সবাই তাদের নাম-পরিচয় গোপন রাখার শর্তে কথা বলেছেন। কারণ তারা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তারা বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী।

অভিযোগকারীদের অনেকেই অভিযোগ করেন, কলাক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাব আছে, এবং সেখানে মুখ খারাপ করা হয়, 'বডি শেমিং' বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য লজ্জা দেয়া হয়, জাতপাতের জন্য বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

কিছু শিক্ষার্থী বলেছেন, তাদের ওজন কমাতে বলা হয়েছে।

অন্য কয়েকজন বলেন, তাদেরকে অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেয়া হয়নি, এবং গায়ের রঙ অপেক্ষাকৃত কালো বলে বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে।

তবে সবচেয়ে গুরুতর হচ্ছে যৌন হয়রানির অভিযোগ।

এর শিকার হয়েছেন নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থী উভয়েই।

তারা অভিযোগ করেছেন যে তাদের দেহে অশোভনভাবে স্পর্শ করা হয়েছে, তাদের কামুক টেক্সট মেসেজ পাঠানো হয়েছে।

তারা আরো দাবি করেন, কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগ গুরুত্বে সাথে নিতে অস্বীকার করেছে।

একজন সাবেক ছাত্রী বিবিসিকে বলেন, তিনি হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং একজন শিক্ষকের যৌন আচরণ ঠেকানোর পরে পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর কমে যায়।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে আমাকে বন্ধু হবার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আমি তা গ্রহণ না করলে তিনি আমাকে উত্যক্ত করতে থাকেন, জানতে চান কেন আমি তাকে বন্ধু করে নিচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত আমি যখন তার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম, তখন তিনি আমাকে কামুক বার্তা পাঠাতে লাগলেন। এগুলো এতই খারাপ ছিল যে তা আমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করতে পারিনি। এর পর আমি তাকে বন্ধু তালিকা থেকে বাদ দেই। তখন তিনি আমার সাথে খারাপ আচরণ করতে থাকেন।

তিনি অভিযোগ করেন, এর পর থেকে পরীক্ষায় তার পাওয়া নম্বর অনেকটা কমে যায়।

একজন পুরুষ ছাত্র বর্ণনা করেছেন কিভাবে তিনি অন্য আরেকজন শিক্ষকের হয়রানির শিকার হয়েছেন।

মাঝরাতে তিনি আমাকে 'গুড নাইট' বার্তা পাঠালেন। আমি যখন তার জবাব দিলাম, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, আমি একা কি না এবং তিনি আসতে পারেন কি না। আমি স্তম্ভিত হলাম। এর পর তিনি ভিডিও কল করতে চাইলেন – যাতে তিনি আমাকে 'পুরোপুরি' দেখতে পারেন।

তিনি আমাকে কামুক বার্তা পাঠাতেন। আমি এটা নিতে পারছিলাম না, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

এই ছাত্রটি বলেন, তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করার পর হয়রানি আরো বেড়ে যায়।

তার কথায়, প্রশাসন কিছুই করেনি এবং এতে হয়রানিকারীর সাহস আরো বেড়ে যায়। তা ছাড়া এর ফলে অন্য ছাত্রদের অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসা ব্যাহত হয়েছে।

কলাক্ষেত্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাকে ললিতকলার আইআইটি বলা হয়। ভারতের আইআইটি নামে প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং এখানে প্রকৌশলের ডিগ্রি পাওয়ার পর সারা বিশ্বে তাদের চাহিদা থাকে। একই ভাবে কলাক্ষেত্র তাদের ছাত্রছাত্রীদের খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা এনে দেয় – যার ফলে তারা ভালো অর্থ আয় করতে পারে এবং সারা পৃথিবীতে অনুষ্ঠান করতে পারে।

প্রতিষ্ঠানটির অনেক শিক্ষার্থীই বিবিসিকে বলেছেন যে নৃত্যকলার এই একাডেমিতে আসতে পারা ছিল তাদের জীবনের স্বপ্ন।

তবে এখন তারা বলছেন যে কিছু শিক্ষকের নিপীড়নের ফলে তাদের মনে নিজেদের মূল্য সম্পর্কে সংশয় তৈরি হয়েছে।

এর বিপরীতে আবার কলাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান এবং তার শিক্ষকদের পক্ষ নিয়েও বক্তব্য দিয়েছেন এর সাবেক ছাত্রছাত্রীদের কিছু গোষ্ঠী।

কেউ কেউ এমন ইঙ্গিতও করেন যে মি. পদনমের বিরুদ্ধে যেসব বেনামী অভিযোগ করা হচ্ছে তা মিথ্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আইসিসি এমন আরো কিছু অভিযোগ বিবেচনা করেছে।

এর মধ্যে একটিতে একজন সাবেক ছাত্রী অভিযোগ করেন যে মি. পদমন তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করেছেন এবং তাকে একটি নাচের অনুষ্ঠান থেকে বাদ দিয়েছেন।

আরেকটি অভিযোগ করেছেন তিনজন পুরুষ শিক্ষার্থী। তারা অন্য কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন।

মিজ অজিতা বলছেন, তারা এসব অভিযোগের বিষয়ে কিছু করতে পারেননি – কারণ ভারতের যৌন হয়রানি সংক্রান্ত আইনের কারণে আইসিসি শুধুমাত্র মেয়েদের আনা কেসগুলোই তারা হাতে নিতে পারেন। তা ছাড়া তারা শুধু সেসব কেসই অনুসন্ধান করতে পারেন যেগুলোতে যৌন হয়রানির সুস্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা অভিযোগগুলো কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি এবং জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার সুপারিশ করেছি। কিন্তু প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি।

একজন শিক্ষার্থী বলেছেন, তাদেরকে 'সবকিছু সহ্য করতে' শেখানো হয়েছে।

অনেকে তা মেনে নেন, কারণ এটা শিল্পীদের একটি আবদ্ধ জগৎ এবং তরুণ শিক্ষার্থীরা মনে করেন এ নিয়ে মুখ খুললে তাদের কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তিনি বলেন, বর্তমানে পরীক্ষার জন্য তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি বন্ধ আছে । তা ছাড়া ইনস্টিটিউটের প্রশাসনও আশ্বাস দিয়েছেন যে তাদের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হবে এবং নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ইলন মাস্কের সাক্ষাৎকার থেকে যে ছয়টি বিষয় জানা গেলো

লন্ডন ঃ বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে নিজের টুইটার পরিচালনা পদ্ধতিকেই জোর সমর্থন করেছেন ইলন মাস্ক। সান ফ্রান্সিসকোতে টুইটার সদরদপ্তরে বিবিসির প্রযুক্তি বিষয়ক সংবাদদাতা জেমস ক্লেয়টনের সাথে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেছেন বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি।

১. টুইটারে ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান

তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর টুইটারে বেশি বিদ্বেষমূলক কনটেন্ট গেছে, এমন মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন মিস্টার মাস্ক। যদিও চলতি বছরের শুরুতে মিস্টার মাস্কের নেতৃত্বে কিছু পরিবর্তন আনার পর টুইটারের ভেতর থেকেই কিছু ব্যক্তি বিবিসিকে বলেছিলেন যে টুইটার তার ব্যবহারকারীদের ট্রল, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ভুল তথ্য এবং শিশু যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা দিতে অক্ষম। গত মার্চে টুইটার জানিয়েছে তারা 'টুইটারকে নিরাপদ করতে' প্রায় চার লাখ কনটেন্ট অপসারণ করেছে। মিস্টার মাস্কের এই দাবির সত্যতা যাচাই করতে অবশ্য যে দুটি জিনিস দরকার তা আমাদের হাতে নেই।

এগুলো হলো তার দায়িত্ব গ্রহণের আগের ও পরের সময়কার টুইটার তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার এবং আরেকটি হলো তিনি কীভাবে অসত্য তথ্য ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেয়া। আমেরিকার আইনে 'হেইট স্পিচ' বা 'বিদ্বেষমূলক' বক্তব্যের কোনো পরিষ্কার সংজ্ঞা নেই। দেশটির সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর কারণে এটি অন্যদেশের তুলনায় সাধারণত কিছুটা ধারণামূলক।

২. বাইডেনকে ভোট দিয়েছেন

যুক্তরাষ্ট্রের গত নির্বাচনে দেশের প্রায় অর্ধেকের মতো ভোটারের ভোট পেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মিস্টার মাস্ক বলেছেন, আমি তাদের দলে নই। আমি বাইডেনকে ভোট দিয়েছি।

সাক্ষাতকারের আরেক অংশে তিনি মিস্টার ট্রাম্পের ওপর টুইটার যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলো সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আত্মপক্ষই সমর্থন করেছেন। সহিংসতা ছড়ানোর অভিযোগ করে টুইটার ২০২১ সালে মিস্টার ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট সরিয়ে নিয়েছিলো।

৩. মিথ্যা তথ্যের বিরুদ্ধে জয়

মিস্টার মাস্ক দাবি করেছেন, তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর অটোমেটেড অ্যাকাউন্ট অপসারণে তার চেষ্টার কারণে টুইটারে ভুল তথ্য দেয়া কমেছে। আমার অভিজ্ঞতা হলো এখন আগের চেয়ে কম ভুল তথ্য সেখানে, বলছিলেন তিনি।

তবে বাইরের অনেক বিশেষজ্ঞ এর সাথে একমত নন। অনলাইন মিসইনফরমেশন নিউজগার্ডের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, জনপ্রিয় ভুল তথ্য ছড়ানোর অ্যাকাউন্টগুলো তার দায়িত্ব গ্রহণের পর বরং স্পাইক করেছে। আরও কিছু সমীক্ষা থেকেও একই ধারণা পাওয়া গেছে।

টুইটারের দায়িত্ব তিনি নেয়ার পর সবচেয়ে জনপ্রিয় কিন্তু অবিশ্বস্ত অ্যাকাউন্টগুলোর লাইক ও রিটুইট এনগেজমেন্ট বেড়েছে ৬০ শতাংশ।

বিবিসিও আগে নিষিদ্ধ করা প্রায় এক হাজার অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করেছে। এসব অ্যাকাউন্ট মিস্টার মাস্ক দায়িত্ব নেয়ার পর আবার সচল হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত এক তৃতীয়াংশ হয়রানিমূলক ও অসত্য তথ্য ছড়িয়েছে।

এর মধ্যে আছে ভ্যাকসিন বিরোধী অসত্য তথ্য, সমকামী বিরোধিতা এবং ২০২০ সালের মার্কিন নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যানের মতো বিষয়।

৪. তিনি টিকটক নিষিদ্ধের বিপক্ষে

মিস্টার মাস্ক বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড হওয়া অ্যাপটি তিনি ব্যবহার করেন না। কিন্তু তিনি এটি বন্ধ করে দেয়ার বিপক্ষে। চীনা মালিকানাধীন থাকায় নিরাপত্তা ইস্যুকে বিবেচনায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার কথা বিবেচনা করছে। কিছু দেশ এর মধ্যেই সরকারি কর্মকর্তাদের মোবাইলে এটি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

আমি সাধারণত কোনো জিনিস নিষিদ্ধের বিপক্ষে, মি. মাস্ক বলছিলেন। যদিও তিনি বলেছেন নিষেধাজ্ঞা টুইটারকে সুফল দেবে কারণ আরও বেশি লোক এই প্লাটফর্মে বেশি সময় ব্যয় করবে।

৫. টুইটারের জন্য ৪৪ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

মিস্টার মাস্ক প্রাথমিকভাবে দাবি করেছেন, তিনি যে দামে কিনেছেন টুইটার এখন কেউ সেই দামে কেনার প্রস্তাব দিলে তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করবেন।তিনি যদি বিক্রি করেন, তাহলে এমন ক্রেতা পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে যিনি কত দিয়ে কিনবেন তার চেয়ে বড় বিষয় হবে তিনি কতটা 'সত্য'কে লালন করেন সেটি। কিন্তু মনে করুন তিনি চুক্তি থেকে বেরিয়ে যেতে কতটা চেষ্টা করেছিলেন। মিস্টার মাস্ক বলেন তিনি যখন দায়িত্ব নেন তখন টুইটারের অবস্থা ছিলো আর কয়েক মাস চলার মতো এবং এটি চলছিলো অলাভজনক সংস্থার মতো।

মিস্টার মাস্কের দায়িত্ব নেয়ার আগে পুরো বছরের যে চিত্র প্রকাশ করা হয়েছিলো তাতে ২০২১ সালে মোট বিক্রি ছিলো পাঁচ বিলিয়ন ডলারের আর খরচ ছিলো সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের।

সত্যি বলতে ২০১২ সালের পর থেকে মাত্র দু বছর এটি লাভ করেছিলো। তিনি বলেন, টুইটার এখন লাভ খরচের মাঝামাঝি অবস্থায়। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কর্মী ছাঁটাইও এক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। তবে তিনি বিক্রি বাড়াতে আর সক্রিয় হয়ে নানা উপায় খোঁজার পক্ষে। যেমন 'ব্লু টিক' বা নীল ব্যাজ ভেরিফিকেশন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার কথা ভাবা হচ্ছে। সুতরাং এটি সত্যি যে টুইটার হয়তো খরচ মিটিয়ে লাভের কাছাকাছি ব্যাপক খরচ কমানোর কারণে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এগুলো কতটা টেকসই হবে এবং কোম্পানিকে ৪৪ বিলিয়ন ডলারের মূল্য করে তুলবে।

৬. বিবিসির পরিচিতি পরিবর্তন

মিস্টার মাস্ক নিশ্চিত করেছেন যে টুইটারে তিনি বিবিসির পরিচিতি যেভাবে দিয়েছেন সেটি পরিবর্তন করা হবে। অর্থাৎ 'সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত' থেকে এটি হবে 'জনগণের অর্থে পরিচালিত' । প্রায় এক সপ্তাহের বিতর্ক এবং ওই সাক্ষাতকারের কয়েক ঘণ্টা পর এটি কার্যকর করেছে টুইটার।

বিবিসি তার পরিচিত যেভাবে দেয়া হয়েছিলো তাতে আপত্তি করে সংস্থাটির স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছিলো। এর অর্থায়ন হয় মূলত ব্রিটিশ জনগণের দেয়া টিভি লাইসেন্স ফি থেকে।

বুধবারের সাক্ষাতকারে মিস্টার মাস্ক বলেছেন , বিবিসি নিজেকে যেভাবে বর্ণনা করে আমরা সেই শব্দগুলো ব্যবহার করাই মনে হয় যথার্থ হবে।

২০২২ সালে বিবিসির মোট পাঁচ দশমিক তিন বিলিয়ন পাউন্ডের আয়ের ৭১ শতাংশ আসে লাইসেন্স ফি থেকে। বাকী বিজ্ঞাপন, গ্রাঃটস, রয়্যালটি ও ভাড়া থেকে আসে।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে সমর্থন দিতে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বছরে ৯০ মিলিয়ন পাউন্ড পেয়ে থাকে বিবিসি। তবে এর বড় অংশই যুক্তরাজ্যের বাইরের শ্রোতা দর্শকদের জন্য ব্যয় হয়।